ওঁ৩ম্

ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাসা।

এতদ্দেশ প্রসূতস্য শকাসাদগ্রজন্মনঃ

স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ মল্লিক।

১৩১৯।

মূল্য—৷৷৹ আট আনা।

PUBLISHED BY
BIMALA KANTA SEN, Manager
THE KAMALA PRINTING WORKS.
3, Kashi Mitter's Ghat Street,
CALCUTTA.

PRINTED BY T. N. HALDAR, PRINTER,
The Kamala Printing Works,
3, Kashi Mitter's Ghat Street,
CALCUTTA.

ভূমিকা।

ভাষায় জীবজগতে মানুষের বিশেষ অধিকার। ইহাদ্বারাই মানুষ মনুষ্যপদ রক্ষা করিতেছে। যথাতত্ত্ব ইহার বিষয় জানা, আমাদের একান্ত ও সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য, কোন বুদ্ধিমানই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

কিন্তু হায়! এই মহান বিজ্ঞানের বিষয় অধুনা জগতে আলোচনা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং ইহা মানুষের সাধ্যাতীত, পশ্চিমী ভাষাবিজ্ঞান ইহাই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। কাজেই পাশ্চাত্য জ্ঞানাদর্শ বিশ্বাসী আমরাও এবিষয় লইয়া বৃথা আর সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছুক নহি। এই গড্ডালিককুশলতা আমাদের ভিতর প্রবল থাকায় জাতীয় সম্মান ও স্বাধীন চিন্তা যেন একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই দৌর্ব্বল্য আজকাল বিচারশীল ও বিদ্যোৎসাহীদিগের হৃদয় হইতে অপসারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা মানবী উন্নতির শ্রেষ্ঠ মাঙ্গল্য। এই জন্য এসময় ভাষা ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জিজ্ঞাসা উৎপন্ন করিয়া দেওয়াই এই পুস্তিকার প্রধান উদ্দেশ্য। ভরসা আছে দেশবাসী ইহা অগ্রাহ্য করিবেন না।

সূর্য্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার নষ্ট হইয়া জগতের তাবৎ বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ ভাষা ও জ্ঞানের আদিকারণ ও ইতিহাস জানিতে পারিলে অন্ধ পরম্পরা নষ্ট হইয়া পূর্ব্বকালের ন্যায় সত্যবিদ্যায় ভারত ও ক্রমে জগত আবার উদ্ভাসিত হইবে সন্দেহ নাই।

আন্দুল।
বৈশাখ, সংবৎ ১৯৬৯।

রাজেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মণ।
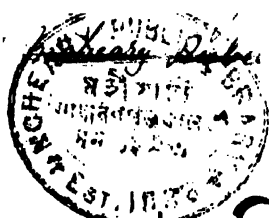
ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাসা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রার্থনা।

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে।
তয়া মামদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা॥

হে সর্ব্বজ্ঞাগ্নে পরমাত্মন! ব্রহ্মা হইতে জৈমিনী ঋষি পর্য্যন্ত যে জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা জ্ঞান-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার তথা ব্যাকরণ উপনিষদ, দর্শনাদি সত্য গ্রন্থসকল রচনা এবং যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের উপর আধিপত্য-বিস্তার তথা অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ কলা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারগ হইয়াছিলেন। এবং যে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ের অনুশীলন ও অনুষ্ঠান দ্বারা এ পৃথিবীতে তথা পরলোকে যৎপরোনাস্তি আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং যাহার অভাবে আমরা আজ মূর্খ ও অকর্ম্মণ্য-পরপ্রত্যাশী। হে ভগবন্! উক্ত বিজ্ঞান ও

যথার্থ ধারণাবতী বুদ্ধির সহিত এই ঘোর সময়ে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ও আমার দেশবাসীকে মেধাবী করুন। হে সর্ব্বলোক প্রদেশ্বর! আপনি অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করুন যাহাতে আমার ও আমার দেশবাসীর জড়তা দূর হইয়া যায়!!!

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্বঽউপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্যচ্ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যিনি কৃপা করিয়া জীবকে আত্মবিজ্ঞান দান করেন। যিনি শরীর ইন্দ্রিয় ও মানস বিজ্ঞান বল প্রদাতা। যাঁহার বেদোক্ত অনুশাসন সকল শিষ্ট মনুষ্য অত্যন্ত মান্যের সহিত স্বীকার করেন এবং সমস্ত বিদ্বানগণ যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহার আশ্রয় অমৃত স্বরূপ এবং যাঁহার আজ্ঞাভঙ্গ মৃত্যুতুল্য। সত্য প্রেম ও ভক্তিরূপ সামগ্রী দ্বারা, সেই সুখস্বরূপ সকল প্রজার প্রতি স্তুতি যোগ্য পরমাত্মাকে নিত্য ভজনা করি।

প্রথমানুক্রমঃ।

আসিয়ার কোনও এক স্থান হইতে পৃথিবীর চারিদিকে বসবাসের পূর্ব্বে, সকল মনুষ্যেরই এক ভাষা ছিল, ভাষাবিজ্ঞানবিদ পশ্চিমী পণ্ডিতগণও ইহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

অসাধারণ অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত লিবনেজ (Leibnez) এবিষয় লইয়া বিশেষ গবেষণা ও আলোচনা করিয়া শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে মানুষের প্রথম এক ভাষা ছিল ও মনুষ্যগণ প্রথম, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে আসিয়া বাস করিয়াছেন। মোক্ষমূলার ও অন্যান্য পশ্চিমী বিদ্বানদিগের মতেও প্রথম জগতে একভাষা ও মনুষ্যগণের আদি সৃষ্টি আসিয়ার কোনও স্থানে হইয়াছিল।

কেমন করিয়া আমরা প্রথম ভাষা প্রাপ্ত হইলাম পাশ্চাত্য জগতে সম্প্রতি এ বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সকলেই দোদল্যমান, নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারেন নাই। বলিবে কেমন করিয়া? যতদিন না আদি বিদ্বানদিগের বাসভূমি ভারতের সাহায্য লইবে, ততদিন এ গূঢ় ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তত্ত্ব কখনই জানা সম্ভবপর নহে। কারণ "ইহা নিশ্চিৎ যে যত বিদ্যা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছে তৎসমস্তই আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইতে প্রচারিত হইয়াছে।"

মোক্ষমূলার বলিয়াছেন ইহা জানা মানুষের সাধ্যাতীত।*

* "How that language was made would remain a great mystry as ever"　　S. L.

ডার্বিণ, হক্সলে, বিজবিড আদি বড় বড় পশ্চিমী বিদ্বানগণ বিশেষ শ্রম করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ক্রমশঃ ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও পশুদিগের রব হইতে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

লোক, এডামস্মিথ, ডিউগল্ড ষ্টুয়ার্ট আদি পণ্ডিতগণের মতে প্রথম মনুষ্যগণ অনেকদিন ধরিয়া বোবা ছিল। সঙ্কেৎ ও ভ্রূবিক্ষেপ দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিত, পরে ক্রমশঃ ভাষা রচনা করিয়াছে।

কেহ কেহ আবার বলেন প্রথম মানুষের মনে যখন চিন্তার উদয় হয়, তখন তাহার ফলে শরীরে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় ও তদ্বারা শব্দ উৎপাদিত হয়। সেই চিন্তা ও অপরকে জানাইবার জন্য স্বাভাবিক ব্যগ্রতা, ক্রমশঃ অস্ফুট পরে পরিস্ফুট ভাষা সৃষ্টি করিয়াছে।

ভাষা ভিন্ন চিন্তা কেমন করিয়া করিবে? মোক্ষমূলার বলিয়াছেন প্রথমে ভাষা ব্যতীত তাহারা কেমনে পরস্পর পরস্পরের ভিতর একমত হইয়া ভাষা নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তিনি তাহা বুঝিতে সক্ষম নহেন। যথার্থই ইহা আমাদের জ্ঞানের ও স্বভাবের বহির্ভূত।

সেমেটিকাস্ (Psammetichus) সবাবিয়ান (Swabian) ২য় ফ্রেডারিক (Frederic II), ও স্কটলণ্ডের ৪র্থ জেমস্ আদি (James IV) পশ্চিমী রাজগণ মানুষ কোথা হইতে ভাষা প্রাপ্ত হইল জানিবার জন্য সদ্যজাত শিশুদিগকে কোনও নির্জ্জন স্থানে

আবদ্ধ রাখিয়া এবং তাহাদিগের সহিত কোনও প্রকারের বার্ত্তা-লাপ না করিতে দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে তাহারা কোনও প্রকারের ভাষা রচনা অথবা ইঙ্গিত ইসারা দ্বারাও পরস্পর পরস্পরের ভিতর ভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই।

বাদসাহ আকবর ১৫৮০ খৃঃ ৩০ জন শিশুকে একত্রে উপরোক্ত প্রকারে আবদ্ধ রাখিয়া তিন চারি বৎসর পরে দেখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সকলেই যাহারা বাঁচিয়াছিল বোবার মত হইয়া গিয়াছিল।

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ফাদার লাফোঁ কলিকাতার শিটী কলেজে একটি বক্তৃতায় বলেন যে মানুষ এমন কি ভাবভঙ্গী দ্বারা যে সকল মনোভাব প্রকাশ করে সেই ইঙ্গিত ইসারা গুলিকেও অন্যের নিকট শিক্ষা করিতে হয়।

জ্ঞান দুই প্রকারের—সাধারণ জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান—সুখ দুঃখ অনুভব করা, যাহা মানুষে ও পশুতে সাধারণ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ জ্ঞান—সুখ ও দুঃখের কারণ কি? দুঃখ আমাদের কেন উৎপন্ন হয়? এবং ইহার নিবৃত্তির কি উপায় ইত্যাদি। এই জ্ঞান স্বতঃ মানুষের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জ্ঞান গুরুপরম্পরায় অর্জ্জন করিতে হয়। ইহার অপর একটী নাম বিদ্যা ইহাকেই যথার্থ জ্ঞান সংজ্ঞা দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত "জ্ঞানকে" সংস্কার বা স্বভাব বলা হয়। "যথার্থ দর্শনং

জ্ঞানমিতি"। যে বস্তু যাহা তাহাকে সেইরূপ জানা ও তাহা হইতে যথাযথ উপকার লওয়ার নাম জ্ঞান।

মানুষের স্বভাবিক জ্ঞান পশু হইতে তফাৎ এই পর্য্যন্ত যে মানুষ ভাষা দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে দ্রব্যের বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া তাহা হইতে যথাযথ উপকার গ্রহণ করিতে পারে। পশু তাহা পারে না। কারণ ইহাদের বাকশক্তি নাই। বাকশক্তি ব্যতীত জ্ঞান কখন হইতে পারে না।

বাচার্থা নিয়তাঃ সর্ব্বে বাঙ্মূলা বাগ্বিনিঃসৃতা ॥

মনুঃ ৪।২৫৬

সম্পূর্ণ অর্থ বাণীতে নিয়ত আছে এবং সকল জ্ঞানের মূলই বাণী ও বাণী হইতেই সকল জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অগ্নি হইতে দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক করা যায় না সেইরূপ ভাষা হইতে জ্ঞান পৃথক করা যায় না। ভাষা ভিন্ন জ্ঞান ও জ্ঞান ভিন্ন ভাষা থাকিতে পারে না। "অনন্য লভ্যোহি শব্দার্থ"। যাহা শব্দ ভিন্ন কোনও প্রকারে লাভ করা যায় না তাহাই জ্ঞান।*

জগতের বিভিন্ন ভাষা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যে জাতির ভাষা যত ভাবপ্রদ ও যত শুদ্ধ সে জাতির জ্ঞানও তত সূক্ষ্ম ও পূর্ণ হইয়া থাকে। যাহাদের জাতীয় ভাষা অস্পষ্ট ও

---

* To treat of sound as indipendent of meaning, of thought as indipendent of words, seem to defy one of the best established principles of the science of language.

Maxmuller. (S. L. Vol I P. 51)

অপূর্ণ তাহাদের জ্ঞানও স্থূল ও সংকীর্ণ হইয়া থাকে। নিগ্রো আদি অতি অসভ্য ও জঙ্গলী জাতিদিগের ভাষা অতি অস্পষ্ট ও অতি অসম্পূর্ণ, তাহাদিগের জ্ঞানও অতি স্থূল ও অতি সংকীর্ণ। পশুদিগের ভাষা নাই তাহাদিগের জ্ঞানও নাই।

ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইল যে ভাষা ভিন্ন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব এবং জ্ঞান ভিন্ন বিচার অসম্ভব এবং বিচার ভিন্ন ইঙ্গিত ইসারাও অসম্ভব। কারণ ইঙ্গিত ইসারার মূলে বিচার লুকায়িত রহিয়াছে।

অতএব মানুষকে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে হইলে ভাষার আবশ্যক। এবং ভাষা মানুষকে অন্য কোনও জ্ঞানীর নিকট শিক্ষা করিতে হইয়াছে। কারণ অজ্ঞানী মানুষ জ্ঞানপূর্ণ ভাষা রচনা করিতে কখনও সক্ষম হইতে পারে না।

মানুষই যখন ভাষা প্রস্তুতে একান্ত অক্ষম তবে অজ্ঞানী পশুদিগের রব হইতে জ্ঞানপূর্ণ ভাষার উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব? আর ভাষা যাহা জীবজগতে মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি তাহার ভাষাবিহীন পশুদিগের রব হইতে উৎপত্তি ইহা একান্ত বিচার ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। নাসতো বিদ্যতে ভাব ন ভাবো বিদ্যতে সতঃ। ভঃ গীঃ ॥

কীট পতঙ্গ হইতে ক্রমোন্নতি হইয়া বাঁদর ও বাঁদর হইতে যেমন মানুষের উৎপত্তি অসম্ভব সেইরূপ পক্ষীর বা মৃগের রব হইতে ভাষার উৎপত্তিও একেবারে অসম্ভব।

ডার্বিণের মত যেমন নূতন শ্রোতার মন আকর্ষণ করে যদিও

জগতের প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনও ইতিহাসের কোনও পত্রে বাঁদর হইতে মানুষের উৎপত্তি লেখা নাই। আর অগ্রে যদি বাঁদর হইতে মানুষ হইয়া গিয়া থাকে তবে আজ তাহার ব্যতিক্রম হয় কেন? পূর্ণজ্ঞ ভগবানের নিয়ম কি অল্পজ্ঞ মানুষের মতন আগে একরকম আজ আর একরকম হইতে পারে? "ন নিত্যত্বাৎ"। ৮।২।১০ মীঃ॥ (নিত্যত্বাৎ) পরমাত্মার নিয়ম নিত্য হওয়ায় (ন) তাহার কখন অন্যথা হইতে পারে না।

ইহার সমর্থনে অনেকে বলেন এই পৃথিবীর উৎপত্তির পরে বৃক্ষলতাদি তৎপরে পশুপক্ষী ও শেষে মানুষের সৃষ্টি বিচার সিদ্ধ হওয়ায় এবং ভগবানের, জীবের কর্ম্মফলানুসারে, ব্যবস্থা হেতু এইরূপ জন্ম হইয়া থাকে। এবং এই নিয়মানুসারে সৃষ্টি হওয়াই সঙ্গত।

উপরোক্ত বাক্য যথার্থ হইলেও ইহাদ্বারা এরূপ কিছুই সিদ্ধ হইল না যে তৃণ হইতে লতা, লতা হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ক্ষুদ্র পশু ও তাহা হইতে ক্রমশঃ বাঁদর ও বাঁদর হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। জগতের ক্রম পূর্ব্বক সৃষ্টিই সিদ্ধ হইল। মানুষের ভরণপোষণোপযোগী সামগ্রী সকল পূর্ব্বে সৃষ্টি না হইলে মনুষ্য সৃষ্টি বৃথা ও অজ্ঞান প্রসূত হইত। এই জন্য মনুষ্য সৃষ্টি সর্ব্ব শেষে হওয়াই বিচারানুমোদিত।

জীবাত্মা সনাতন। বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গের কেবল অনুশয়ী ও ভোগযোনী। কর্ম্ম না করিলে ভোগ হইতে পারে না। তবে কোন অপরাধে সনাতন জীব সৃষ্টির প্রথমে কেবল ভোগ-

যোনীই প্রাপ্ত হইবে! ইহা একান্ত বিচার বিরুদ্ধ ও পূর্ণ ও ন্যায়কারী ভগবানে দোষারোপ ও একদিকদর্শীর পরিচয় মাত্র।

সনাতন জীবের কর্ম্ম ও ভোগ চক্রবৎ সনাতন। পরমাত্মা অনাদি কাল হইতে জীবের কর্ম্মের ফল প্রদান করিতেছেন। তবে কেমন করিয়া এ সৃষ্টির প্রথমে কীট হইতে ক্রমোন্নতি সম্ভব? যে বীজে ভগবান কর্ম্মফলানুসারে যেরূপ জন্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন সেই বীজ হইতে সেইরূপই বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ মানুষ আদি হইয়া থাকে তাহার অন্যথা কখনও হইতে পারে না। নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের বীজ হইতে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষই উৎপন্ন হইয়া থাকে অন্য বৃক্ষ বা মনুষ্য হইতে পারে না। পূর্ণ ভগবানের সৃষ্টি সম্যকরূপে পূর্ণ তাহাতে কোনও প্রকারের ত্রুটী থাকিতে পারে না। অতএব জগতের ক্রমোন্নতি একেবারে অসম্ভব। বরং ইহার বিপরীতই দৃষ্ট হইতেছে।

সেইরূপ হার্ডারের মতও নূতন শ্রোতার মন আকর্ষণ করে যদিও পুরাতন বা নূতন ব্যাকরণের কোনও পত্রে কোনও ধাতু পক্ষীর বা মৃগের স্বর হইতে উদ্ভূত এরূপ লেখা নাই ও পরীক্ষা দ্বারাও সিদ্ধ হয় না। শেষ অবস্থায় হার্ডার তাঁহার মতের অযৌক্তিকতা ও অসারতা বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহার মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাষা ঈশ্বরের দত্ত স্বীকার করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়ানুক্রমঃ।

এখন বিচার্য্য যে তবে কেমন করিয়া মানুষ প্রথম জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানপূর্ণ ভাষা প্রাপ্ত হইল।

ভাষা উচ্চারণ করিবার ও তাহার অর্থ বুঝিবার সামর্থ সাধারণতঃ মানুষের আছে। কিন্তু তাহা সাধন সাপেক্ষ। যেমন দিয়াশলাহে অগ্নি বর্ত্তমান থাকে কিন্তু যতক্ষণ না অন্যের দ্বারা ঘষিত হয় ততক্ষণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া কার্য্যকারী হয় না, সেইরূপ মানুষের ভাষা উচ্চারণ ও তাহার অর্থ বুঝিবার সামর্থ্য থাকিলেও অন্য কাহারও নিকট হইতে মার্জ্জিত বা উত্তেজিত না হইলে তাহা প্রকাশিত হইয়া কার্য্যকারী হইতে পারে না। ভগবান সনাতন জীবের জ্ঞান গুণ দেখিয়া মানুষকে ভাষা শিক্ষার সাধনোপযোগী ইন্দ্রিয়াদি দান ও তাহা উত্তেজিত করিয়া ভাষা প্রদান করায় মানুষ ভাষা প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য জন্মের বিশেষত্ব রক্ষা করিতেছে। অন্যথা জ্ঞানপূর্ণ ভাষা জ্ঞান ব্যতিত প্রস্তুত করা মানুষের সাধ্যাতীত। সত্ব রজ তম প্রকৃতির গুণ দেখিয়া পরমাত্মা যেমন এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন সেইরূপ জীবাত্মার গুণ সকল দেখিয়া সেই সকল গুণের স্ফূর্ত্তিসম্পাদনকারী ইন্দ্রিয়াদি দান করিয়াছেন। এবং যেমন ভগবান মানুষকে ইন্দ্রিয়াদি দান করিয়াছেন ঠিক সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি ও আত্মার স্ফূর্ত্তিসম্পাদনকারী ভাষা দান করিয়া মনুষ্যগণ রক্ষা করিয়াছেন। পশুদিগের বাগেন্দ্রিয় হইতে বঞ্চিত করিবার কারণ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল ভোগ।

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ তেভ্যোভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ী বিদ্যা সম্প্রাস্রবত্তামভ্যতপৎ। ছাঃ প্রপাঃ ২। অঃ ২৩। প্রবাক ২।২ ॥

প্রজাপালক ঈশ্বর সম্পূর্ণ লোকলোকান্তর সর্ব্বপ্রকারের সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকলোকান্তর প্রকাশিত করিবার পর পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁহার প্রজার মনুষ্যগণ রক্ষা করিবার জন্য ত্রৈয়ী বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন। *

মূকের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে তাহাদের উচ্চারণ শক্তি নাই এবং ভাষা উচ্চারণ করিতে পারে না তবে তাহাদের জ্ঞান কিরূপে হইয়া থাকে?

ইহাদিগের বাকযন্ত্র বহু পরিমাণে বদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে মাত্র যন্ত্রের একেবারে অভাব হয় না। ইহাদিগের উচ্চারণ করিবার শক্তি আছে। শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অভ্যাস ও চেষ্টা দ্বারা বাক্যের কিয়দংশ অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণও করিতে পারে যেমন বধির যন্ত্র সাহায্যে বা চীৎকার করিলে শুনিতে পায়।

মূকের শিক্ষাগুরু বিখ্যাত জারমান্ পণ্ডিত (Samuel Heinicke) স্যামুয়েল হিনিক্ বলেন মূকদিগের শিক্ষা করিতে হইলে তাহাদিগকে বাক্যোচ্চারণ করিতেই হইবে। †

---

* Language may be conceived as a production but it can never be conceived as a substance that could itself produce.
Maxmuller. (S. L. pt 1 page 329)

† The deaf and dumb must be educated in order to be able to think in concepts, and that in sounding and articulated word of our language, if he is to learn from us, to understand us and equally to communicate with us we do not

অগ্নির্বাগভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ। ঐতরেয় ১।২॥

অগ্নি বাণীরূপ ধারণ করিয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ অগ্নি দ্বারা যেমন সকল বস্তুর বাহ্য আকার দেখা যায় এবং অগ্নি না থাকিলে জগতের তাবৎ বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না সেইরূপ বাণীও সকল বস্তুর তত্ত্ব জানাইয়া দেয়। বাণী ভিন্ন কোনও বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না।

কোনও কিছু ভাবিতে হইলেই ভাষার আবশ্যক, ভাষা ভিন্ন চিন্তা অসম্ভব। জগতের ভিতর জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সূর্য্য, যাহা দেখিলেই আমাদের মনের ভিতর এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করে ভাষা ভিন্ন তাহাও একমুহূর্ত্তও ভাবিতে পারা যায় না।

সূর্য্যের কি ভাবিবে! যদি বলা যায় আকার, আকার ত দেখিবার জিনিষ। সূর্য্যকে চক্ষু দ্বারা যেরূপ দেখা যায় মনে তাহার একটা অস্পষ্ট দাগ পড়ে মাত্র। সকল ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য পৃথক পৃথক। চক্ষু দেখিবার জন্য, নাসিকা ঘ্রাণের জন্য ও ত্বক স্পর্শানুভবের জন্য। চক্ষু যাহা দেখিবে, নাসিকা যাহা ঘ্রাণ

---

think in written, but in articulated and sounding words. The written word is the representation of the articulated word for the sense of sight and is taken as an expression of thougt only on the supposition of language. It is impossible to think in writing, without some whispesing support of articuation. because writing absent from sight, is not representable in the soul.

Quoted from S. L.

লইবে, কর্ণ যাহা শুনিবে, জিহ্বা যাহা আস্বাদন করিবে ও ত্বক যাহা স্পর্শ করিবে তখনই ইহারা মনকে বিদ্যুৎবেগে খবর দিবে মন বিচার করিয়া বলিয়া দিবে ইহা এই পদার্থ, ইহা সাদা বা কাল, মিষ্ট গন্ধ বা তীব্র, কর্কশ শব্দ বা মধুর, তিক্ত বা কষায় কঠিন বা তরল, গরম বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি। এমন কি গরম হইতে ঠাণ্ডাকে বা সাদা হইতে কালকে জানিতে হইলেও বিচার আবশ্যক এবং বিচার ভিন্ন অসম্ভব। (Schelling) চেলিং যথার্থই বলিয়াছেন ভাষা ব্যতীত বিশেষ জ্ঞান একেবারেই অসম্ভব। এমন কি কোন বস্তুর ধারণা করা যায় না।*

অতএব মূকের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভাষার আবশ্যক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি! যতদূর ইহারা ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবে ততদীর্ঘ ইহাদের জ্ঞানলাভ হইবে।

যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপং বাগ্ঘি বিজ্ঞাতা, বাগেণ তদ্‌ভূত্বাহবতি। বৃহঃ ১।৫।৮॥

যাহা কিছু জানা আছে তাহা বাণীরই রূপ, কারণ বাণী দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ জানা যায়। বাণীই বিজ্ঞাত বস্তুর স্বরূপ হইয়া মনুষ্যগণ রক্ষা করিতেছে অর্থাৎ বাণী দ্বারাই দ্রব্যের গুণাগুণ জানিয়া উহা হইতে উপকার লওয়া যায়। তাহা না হইলে

---

* Without langnage it is impossible to conceive philosophy-cal, nay, even human conciousness

S L. vol II p. 3

পশুর সমান আহার নিদ্রাদি ও সংস্কার দ্বারাই জীবন অতিবাহিত হইত।

বাগ্বৈ গায়ত্রী। ছাঃ ১।৩।১২॥

বাণীই গায়ত্রী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের রক্ষাকর্ত্তা।

প্রাণা বৈ গয়াস্তৎপ্রাণাংস্তত্রে তদ্যৎ গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী॥ বৃহঃ ৫।১৪।৪॥

গায়ত্রী শব্দে গায়+ত্রী এই দুই শব্দ আছে, তন্মধ্যে গায় শব্দ গয় ধাতু হইতে হইয়াছে এবং গয় অর্থে প্রাণ অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় বুঝায় আর ত্রৈ ধাতু স্ত্রীলিঙ্গে ত্রী শব্দ হয় এবং ত্রৈধাতুর অর্থ ত্রাণ বা রক্ষা। তাহা হইলে গয়াং স্ত্রায়তে-গায়ত্রী অর্থাৎ সব ইন্দ্রিয়কে যে রক্ষা করে তাহাকে গায়ত্রী বলে। জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে নিঃসন্দেহ ইন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা জীবের সুখলাভ হইয়া থাকে অন্যথা দুঃখ সাগরে মগ্ন হয়। এবং বাণী বা ভাষা দ্বারাই জ্ঞান হইয়া থাকে এই জন্যই বাণীকে ইন্দ্রিয়ের রক্ষাকর্ত্তা বলা হইয়াছে। অতএব মূকের জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে ভাষার আবশ্যকতায় সন্দেহের কারণ নাই।

তৃতীয়ানুক্রমঃ।

ভাষা বিজ্ঞান ও ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যায় প্রথম জগতে একটীমাত্র ভাষা প্রচলিত ছিল। আজ কাল প্রায় ৯০০ শত ভাষা প্রচলিত আছে ও অধুনা ভাষাতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের অনুসন্ধানফলে জানা গিয়াছে যে, সকল ভাষার ধাতুগুলি একই

প্রকারের। প্রফেসর পাট, মোক্ষমূলার আদি পণ্ডিতগণ সকল ভাষারই একই প্রকারের ধাতু সকল দেখিয়া বলিয়াছেন ভাষার বাস্তবিক স্বরূপ কেহ কখন পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। কেবল মাত্র বাহ্যস্বরূপের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেছে মাত্র। কোনও উত্তর জাতি একটী মাত্র ধাতুও তৈয়ার করেন নাই যেরূপ প্রাকৃতিক জগতে কেহ নূতন পরমাণু নির্ম্মাণ করিতে পারেন না। * এবং স্বাভাবিক পদার্থের কেহ কখন উন্নতিও করিতে পারে না। কারণ ইহা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সৃষ্ট। হাঁ! এই পর্য্যন্ত সত্য যে কোনও পদার্থ স্থান জল বায়ু আধার আদির দোষে যদি দুষ্ট হইয়া থাকে তবে তাহার অবনতি প্রাপ্তির বাধাগুলি সরাইয়া লইলে পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইতে পারে মাত্র। স্বাভাবিক অবস্থা হইতে উন্নত হওয়া একেবারে অসম্ভব। সৃষ্টির প্রথমে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু সকলই স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থায় ছিল কাজেই সেই সময়কার বৃক্ষ লতা ফল পুষ্প আদি সকলই যে পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে ও আজকালকার দুর্গন্ধ পৃথিবী অপবিত্র জল ও বায়ু হইতে ভাল হওয়া ত দূরের কথা,

---

* Since the begining of the world no new addition has ever been made to the substantial elements of speech any more than to the substantial elements of nature. There is a constant change in language a coming and going of words but no man can ever invent an entirely new word. We speak of all intents and purposes substantially the same language as the earliest ancestors of our race..................

S. L. vol. II page 324

সেই প্রকারের সুন্দর সরল সৌগন্ধযুক্ত বৃক্ষ লতা ফল পুষ্পাদি যে হইতেই পারে না তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

মানুষের পক্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না প্রথমে মানুষ যখন সৃষ্ট হন তখন তাঁহাদের শরীরের গঠন বল বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয় সকলই যথাযোগ্য পূর্ণ মাত্রায় ছিল। কারণ উহা পূর্ণ ভগবানের সৃষ্ট—অমৈথুনী সৃষ্টি।

তত্র শরীরং দ্বিবিধং যোনিজময়োনিজঞ্চ।
বৈঃ অঃ ৪ আঃ ২ সূঃ ৫॥

এই বচন দ্বারা সৃষ্টির প্রথমে অমৈথুনী সৃষ্টির বিষয় বলা হইয়াছে।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
বৃহঃ ৫। ১॥

পরমাত্মা পূর্ণ কাজেই তাঁহার রচিত সৃষ্টিও পূর্ণ। পূর্ণ-ভগবান হইতে কোন অপূর্ণ দ্রব্য হইতে পারে না। যিনি নিজে পূর্ণজ্ঞ ও পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন তাঁহার রচিত সৃষ্টিতে কোন প্রকার দোষ বা ত্রুটী থাকিতে পারে না। মোক্ষমূলারও এ বিষয়ে সহমত প্রকাশ করিয়াছেন।*

* It is a well known fact, which recent researches have not shaken, that nature is incapable of progress or improvement. The flower which the botanist observes to day was as

ভূতপূর্ব্ব মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারক (Thomas Lumsden Strange) ষ্ট্রেঞ্জ সাহেব তাঁহার (The develo-pement of creation of the earth নামক) গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, মানুষের আদি সৃষ্টি অমৈথুনী ও উত্তম সুগোল শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেইরূপ প্রথম ভাষা যাহা ভগবান দত্ত তাহার উন্নতি করা মানুষের ক্ষমতাতীত। প্রত্যেক ধাতু বহু অর্থবাচী এবং বৈদ্যুতিকশক্তিপূর্ণ ও অপর হইতে কিছু না কিছু ভিন্ন অর্থ পোষণ করিয়া থাকে। ইহার বিষয় যতই আলোচনা করা যায় ততই আশ্চর্য্যে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। ভাষা ভগবান দত্ত না হইলে এরূপ গভীর ও বৈদ্যুতিক শক্তিপূর্ণ ও পূর্ণজ্ঞানপ্রদ কখনই হইতে পারিত না। মোক্ষমূলারও আশ্চর্য্যে ডুবিয়া এই কথাই বলিয়াছেন।*

ভাষাবিজ্ঞানবিদ্ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত ভিন্ন প্রস্তুত ত দ্বের

---

perfect from the begining as it is to day. Animals which were endowed with what is called an artistic instinct, have never brought that instinct to a higher degree of perfection. The hexagonal cells of the bee are not more regular in the nine-teenth Century than at any early period, and the gift of song never as far as we know, been brought to a higher perfection by our nightingale than by the Philomele of the Greeks.

Maxmuller's S. L. vol 1 page 32 and 33

* .... there is something more truly wonderful in a root than in all the lyrics of the world.

S. L. vol 1 Page 493

কথা ইহার সম্যক ব্যবহার জানা অসম্ভব। ইহা জঙ্গলি অসভ্য জাতির দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত কোনও বুদ্ধিমানই স্বীকার করিতে পারেন না।

চতুর্থানুক্রমঃ।

সকল ভাষার ধাতুগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় সংস্কৃত ভাষায় যত ধাতু আছে অন্য কোনও ভাষায় তত ধাতু নাই এবং অন্য সকল ভাষায় যত ধাতু আছে সংস্কৃত ভাষায় তাহার সকল গুলিই বর্ত্তমান আছে।

সার উইলিয়ম্ জোন্স বলিয়াছেন সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত রমণীয় ও অপূর্ব্ব। গ্রীক ভাষা হইতে অধিক মনোরম ও লাটিন ভাষা হইতে অধিক গভীর ও সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

মোক্ষমুলার তাঁহার (The Science of Language) পুস্তকের এক স্থলে বলিয়াছেন সেমেটিক ভাষা হইতে আর্য্য ভাষা পৃথক শ্রেণীভূক্ত অর্থাৎ আর্য্য ভাষার সহিত সেমেটিক ভাষার কোনও সম্বন্ধ আছে ইহা তিনি স্বীকার করেন না এবং বলেন অন্য কোনও এক ভাষা হইতে এই দুই ভাষারই উৎপত্তি হইয়া থাকিবে ও সেই আদি ভাষা এখন জগৎ হইতে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ বলিবার মোক্ষ-মূলারের বিশেষ কারণ আছে। বাইবেলকে ইনি ঈশ্বর দত্ত পুস্তক বলিয়া বিশ্বাস করেন আর বাইবেল সেমিটিক ভাষায়

লিখিত এবং ভাষা প্রথম ভগবান মনুষ্যকে উপহার দিয়াছেন তিনি ইহাও স্বীকার করেন। এই জন্য ইনি সেমেটিক ভাষাকে আর্য্য ভাষা হইতে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিতে অতিশয় শ্রম করিয়াছেন। ইঁহার রচিত (History of ancient Sankscrit literature) পুস্তকের পৃঃ ৩১ ও ৩২ পাঠ করিলে ইঁহার আমাদের উপর দয়া ও সাম্যভাব এবং বাইবেলে সংস্কার-শূন্য বিশ্বাস জানিতে পারা যাইবে।

আদি ভাষা লোপ পাইয়াছে স্বীকার করিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সেমেটিক ও আর্য্য ভাষার ধাতু সকল একই প্রকারের। কারণ ইহাদের একই ভাষা হইতে উৎপত্তি। তবে সেমেটিক ভাষা আর্য্য ভাষা হইতে পৃথক শ্রেণী ভুক্ত কিরূপে হইতে পারে? তাহা হইলে ত সকল ভাষাই পৃথক শ্রেণী ভুক্ত হইবে? সংস্কার মানুষকে অন্ধ করিয়া দেয়। "ইন্দ্রিয় দোষাৎ সংস্কার দোষাচ্চ বিদ্যা।" মানুষের আত্মা সত্যার্থ জানিবার উপযুক্ত হইলেও সংস্কারে স্বভাবতঃ এত অনুরাগ হইয়া থাকে যে সংস্কার চালিত বিষয় প্রাপ্তির আশায় ভবিষ্যতের প্রতি অণুমাত্র লক্ষ্য হয় না এবং অকল্যাণের হেতু হইলেও তাহা ইষ্টপ্রদ বলিয়া সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। এই জন্য সম্প্রদায়ী বিদ্বজ্জন পরস্পর সম্মতিযুক্ত হইয়া বিচার পূর্ব্বক সত্যের গ্রহণ ও অসত্যের নিবৃত্তি করিয়া জগতের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিলেও, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হন না।

অন্য এক স্থলে মোক্ষমূলার আবার স্বীকার করিয়াছেন যে সেমিটিক ভাষার ধাতু সকল আর্য্য ভাষার ধাতুর সদৃশ।* এমন কি সংস্কৃত অক্ষরমালার সহিত ইহার অক্ষরমালার সাদৃশ বহু পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মোক্ষমূলারও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।*

ভাষা যদি মানুষের জন্য ভগবানের দান হয় এবং ধাতু প্রস্তুত যদি মানুষের ক্ষমতাতীত হয়, তবে মানুষ যত দিন থাকিবে তত দিন ভগবান প্রদত্ত ভাষার লোপ হইতে পারে না। মোক্ষমূলারের এরূপ কল্পনার মূলে কোনও সত্য নিহীত আছে বলিয়া বোধ হয় না।

সংস্কৃত ভাষা যে সেমেটিক ভাষা হইতে সর্ব্ব প্রকারে পূর্ণ তাহা কোনও ভাষাতত্ত্ববিদ অস্বীকার করিতে পারেন না। লিবনেজ (Leibniz) ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন হিব্রু ভাষাকে আদি ভাষা বলাও যা আর বৃক্ষের শাখাকে আদি শাখা

---

* "It may be true that there are roots, in Aryan language which are identical both in form and meaning with roots of Semetic, the Ural Atlantic, the Bantu and Oceanic Languages." S. L. Part I page 457

* Even Semetic alphabets, though of a very different character, can to a great extent be accomodated within the broad Categories established by the ancient phonetecians of India.

S. L. P. II P. 124

বলাও তা।* তবে সংস্কৃত ভাষাকে আদি ভাষা না বলিবার কারণ কি? ইহাই যে আদি ও পূর্ণ ভাষা তাহাতে ভাষা-তত্ত্ববিদ কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পঞ্চমানুক্রমঃ।

সৃষ্টির প্রথম মনুষ্যগণ বর্ব্বর ও অসভ্য ছিল এই সংস্কার-দোষ বশে এবং সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞানের অভাব হেতু মোক্ষমূলার বলিয়াছেন ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক ধাতুর আর আবশ্যক না হওয়ায় ভাষা হইতে ঐ গুলিকে অবসর দেওয়া হইয়াছে এবং সে গুলির স্থানে অন্য (familior) অভ্যস্থ ধাতুর ব্যবহার হইয়াছে। এরূপ কথা কোনও ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত কখন বলিতে পারেন না। ইহাতে মোক্ষমূলারের ধাতুর ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞানতারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে ধাতু সকল ভগবান প্রদত্ত মোক্ষ-মূলারও স্বীকার করেন, স্থূল বুদ্ধিমান মানুষ তাহার যোগ্য ব্যবহার যদি না জানিয়া পরিত্যাগ করে, তবে কি সেই ভাষা উন্নতির দিকে অগ্রসর বলিতে হইবে? স্থূল দৃষ্টিতে একাধিক ধাতু একই অর্থ বাচক বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ব্যাকরণ নিরুক্ত ও অভিধানাদির সাহায্যে ইহার ব্যবহারের ও অর্থের পার্থক্য সম্যক জানা যায়।

---

* To call Hebrew the primitive language is like calling branches of a tree primitive branches......

S. L. P. I P. 150.

সৃষ্টির প্রথম মনুষ্যগণ যখন সৃষ্ট হন তখন তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ স্বাভাবিক পদার্থ স্বচ্ছ ও দোষ শূন্য হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত কেহ স্বাভাবিক পদার্থের উন্নতি করিতে সমর্থ হন নাই হইবেনও না। কারণ যে সমস্ত পদার্থ আমরা স্বভাবজাত বলিয়া থাকি তাহা পূর্ণ জ্ঞানী ভগবান কর্ত্তৃক রচিত। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির পূর্ণতা, এবং ভাষার পূর্ণতা, সৃষ্টির আদিতে মানুষকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। জাতির সভ্যতা নির্ণয় করিতে হইলে জ্ঞানরূপ তাপ যন্ত্রের দ্বারা সভ্যতার তারতম্য নির্দ্দেশ করিতে হয়, একথার যথার্থতা সকল বিদ্বানই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে জাতির ভিতর জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড যত পরিমাণে প্রসর আদৃত ও প্রচলিত সেই জাতি সভ্যতায় ততদূর উন্নত বুঝিতে হইবে। কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড বিনা প্রচলিত হইতে পারে না। জ্ঞানই যদি সভ্যতার নিদর্শন হয়, তবে পূর্ব্বকালে ঋষি মহর্ষিগণ কিরূপ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তাহা তাঁহাদের কৃত পুস্তক পাঠে জানা যাইবে। সপ্তমানুক্রমে তাঁহাদের কৃত পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে আজকালকার বিদ্বানদিগের সহিত তাঁহাদের তুলনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। স্বয়ং ভগবান যাঁহাদের নির্ম্মাণকর্ত্তা ও শিক্ষাগুরু ছিলেন তাঁহারা যে জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? এবং তাঁহারা যে আদর্শ জ্ঞানী ও আদর্শ

সভ্য থাকিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? বংশানুক্রমে আমরা পূর্ব্বতন আচার্য্যের নিকট হইতে এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু আজকাল মূর্খতা বশতঃ ও পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাবে এই ধারণা উল্টাইয়া গিয়াছে।

মোক্ষমূলারপ্রাদি সংস্কৃত শিক্ষিত পশ্চিমী বিদ্বানগণ সংস্কৃত ভাষা যে আদি ভাষা, তাহা জানিয়া শুনিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই, তাহা দুই একটী কথা দ্বারা অনেকটা জানা যাইবে।

প্রায় ১৫০ বৎসর হইল ইউরোপে যখন সংস্কৃত ভাষার আলোক ঢুকিতে আরম্ভ করে, তখন সে আলোকের উজ্জ্বলতা দেখিয়া সকলে চকিত স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিল যদি দাস কালা আদমীর ভাষা হিব্রু ভাষারও আদি ভাষা হয় তবে লজ্জা রাখিবার জায়গা থাকিবে না।* নূতন বিজ্ঞানের সন্ধান পাইলে লোকের ত আনন্দ ও অনুসন্ধিৎসুবৃত্তি প্রবল হইয়া থাকে, ইহাদের মাথায় কিন্তু বজ্রাঘাত পড়িল। হে শ্বেতকায় স্বাধীন

---

* ....
People were completly taken by surprise. Theologians shook their heads; classical scholars looked sceptical; philosophers indulged in the wildest conjectures in order to escape from the only possible conclusion which could be drawn from the facts placed before them but which threatened to upset their little systems of the history of the world.

S. L. P I P 225

পশ্চিমী! তোমাদের কি এ সহজ বুদ্ধিটুকও যোগাইল না যে ভাষা ও বিজ্ঞানে, পুরুষার্থ ব্যতীত, কেহ দায়ভাগে অধিকারী নহে!

সংস্কৃত ভাষা প্রাচ্য জগতে প্রবেশ লাভ করিবার পর তবে তথায় ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসবিদ্ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। কেবল ইহাই নহে প্রথম যাবতীয় বিদ্যা ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। ইহাও সকল দেশের ইতিহাস স্বীকার করিয়াছে। মোক্ষমুলার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এমন কি সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ বলিয়া জগতে বিদিত। ইনি এত বড় একখানা (The science of language) দি সাইন্স অফ ল্যাঙ্গোয়েজ নামক পুস্তক লিখিলেন এবং জগতের প্রায় সকল ভাষা লইয়া তুমুল আন্দোলন করিলেন আর সকল ভাষাই আলোচনা কালে প্রমাণ দেখাইলেন পশ্চিমী বিদ্বান দিগের কথা তুলিয়া। যেন ইঁহারা ভিন্ন আর এমন বিদ্বান জগতে কেহ ছিলেন না যাঁহাদের কথা ইনি প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। মোক্ষমুলার হইতে পারে অন্য সকল ভাষা জানিতেন না, কাজেই না হয় স্বীকার করা গেল পশ্চিমীর কথা তুলিয়া তিনি তাঁহার সাধ্য বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ত একথা ঘটিতে পারে না, তিনি যে সংস্কৃত বিশারদ, বেদের ইনি নাকি ব্যাখ্যা পুস্তক ইংরাজিতে বাহির করিয়াছেন। তবে কেন সংস্কৃত আলোচনা কালে

প্রমাণ দেখাইলেন পশ্চিমী বিদ্বানদিগের কথা উদ্ধৃত করিয়া। ইহাতেই ইঁহার খৃশ্চানি সংস্কার প্রকাশ পাইয়াছে। যাঁহাদের কথা ইনি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় কতদূর দখল, তাহা যদি কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেখেন তবে মোক্ষমুলারের উপর একবারে হতশ্রদ্ধা হইয়া যাইবে। ইঁহাদের সংস্কৃত বিদ্যার বিষয় পশ্চিমী পণ্ডিত সোপেনহারের (Schopenhauer) কথায় অনেকটা বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন সংস্কৃত গ্রন্থের তর্জ্জমা দেখিয়া তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে সংস্কৃত শিক্ষিত পশ্চিমা বিদ্বানগণ প্রায় সকলই উক্ত ভাষায় অনভিজ্ঞ।*

ডুয়গল্ডষ্টুয়ার্ট বলিয়া একজন স্কচ ফিলসফার অতি অভদ্রভাবে বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই যে সংস্কৃত ভাষা বলিয়াই কোন ভাষা নাই, তবে নীচ জালিয়াৎ ও মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণেরা গ্রীক ও লাটিন ভাষার আদর্শ লইয়া সংস্কৃত বলিয়া একটা ভাষা জোড়ে তাড়ে খাড়া করিয়াছে, এবং ইহা একটা জাল ভাষা মাত্র। কেবল ইনি নহেন অনেক পশ্চিমী বিদ্বানও এরূপ ভাবের কথা বলিয়াছেন, তবে এত সাদা কথায় নহে এইমাত্র তফাৎ।

* "I add to this impression which the translations of Sankscrit works by European Scholers, with very few exceptions, produce on my mind, I can not resist certain Suspecion that our Sankscrit Scholers do not understand their text much better than the higher class of school boys their Greek or Latin"

এত জাতক্রোধ কেন! ইঁহারা জানিলেও সংস্কৃত যে আদি ভাষা বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহা কি কেহ আশা করিতে পারেন!

এই প্রাচ্য দেশেই সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কোটী কোটী টাকা প্রতিবৎসর ব্যয়িত হইতেছে। এই একটি কাল ভাষা লইয়া তবে এত অর্থব্যয় কেন? আমেরিকার বিদ্বানগণ আজকাল নাকি বলিতেছেন সংস্কৃত না জানিলে কেহ কখন বিদ্বান হইতে পারে না। বিখ্যাত পণ্ডিত (Schopenhaur) সপেনহারও এরূপ ভাবের কথা অনেক দিন পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন।*

ষষ্ঠানুক্রমঃ।

সমগ্র প্রচলিত ভাষার অক্ষরমালা যদি পরীক্ষা করা যায় তবে বুঝা যাইবে যে, সংস্কৃত ভিন্ন সকল ভাষারই বর্ণ মালা উক্ত উক্ত ভাষা হইতে সম্যক বিচার না করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সকল ভাষারই অক্ষর মালা যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালায় আসিয়া এক হইয়া যাইবে, কারণ 'সত্যই নিভ্রান্ত ও ঐক্য হইবার উপযুক্ত স্থান'। বর্ণমালা একাক্ষর বাচক; যুক্ত অক্ষর ইহাতে স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভিন্ন সকল বর্ণমালাতেই যুক্ত

---

*"In India our religion (Bible) will now and never strike root the primitive wisdom of the human race will never be pushed aside by the events of Galilee. On the contrary Indian wisdom will flow back upon Europe and produce a thorough change in our knowing and thinking"

অক্ষর সকল সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং ব্যঞ্জন ও স্বর বর্ণ সকল একত্রে মিশান হইয়াছে। ইহাতে অক্ষরমালানির্ব্বাচক-দিগের অক্ষর নির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অভাব ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বি, সি, ডি, এলফা, বিটা, আলেফ, বে, তে, ইত্যাদি অক্ষর সকল যথার্থতঃ, যুক্ত অক্ষর কিন্তু ইহাদিগকে অযুক্ত অক্ষর মালায় গ্রহণ করা হইয়াছে, যথা ব+ই=বি, ব+এ= বে, ব+ই+ট+আ= বিটা ইত্যাদি। এই সকল ভাষার অক্ষর নির্ব্বাচকগণের যদি অক্ষরের যথার্থ প্রয়োজনীয়তা জানা থাকিত তবে কখনই এরূপ নিরর্থক যুক্ত অক্ষর সকল অযুক্ত বর্ণমালায় স্থান পাইত না ও অনর্থক পুনঃ বি+ই=বি সি+ই=সি করিয়া শ্রম করিতে না দিয়া ব+ই=বি, স+ই=সি বলিতে শিক্ষা দিত। এই সকল ভাষায় ধাতুর সংখ্যা অল্প, ব্যাকারণ অশুদ্ধ, কাজেই ভাষাও অপূর্ণ। এতএব ইহার ভিতর কোনও ভাষাই আদি ভাষা হইতে পারে না। যদি বিশেষ বর্ণমালা লইয়া বিচার করা যায়, তবে সংস্কৃত বর্ণমালাই যে একমাত্র নিভ্রান্ত ও পূর্ণ অর্থপ্রদ তাহাতে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সংস্কৃত অক্ষরমালার শুদ্ধতা ও অন্যান্য ভাষার অক্ষরমালার দোষবাহুল্য দেখিয়া মহর্ষি দয়ানন্দ বলিয়াছেন 'সংস্কৃতই যে আদি ভাষা ইহার অক্ষরমালা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।' সংস্কৃত ভাষায় বর্ণমালার নির্ব্বাচন দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

সকলেই জানেন ঋষি মহর্ষিগণ অতিশয় বিদ্বান, ধার্ম্মিক ও পরমাত্মাপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের সকল কার্য্যের ভিতর ঈশ্বরসত্ত্বা যেন স্বাভাবিকভাবে বিরাজমান থাকিত। পরমেশ্বর তাঁহাদের সকল বিষয়ের আদর্শ ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী সকল কার্য্য করিতেন। তাঁহাদের উপদেশ ও আদেশ ছিল ঃ—

তদ কর্ম্মণি চ দোষঃ তস্মাত্ততো বিশেষঃ স্যাৎ প্রধানে নাভি সম্বন্ধাৎ। মিঃ ৬।৩।৩।।

সর্ব্ববিষয়ে পরমাত্মাকে লক্ষ্য না রাখিলে দোষ উৎপন্ন হয়, এইজন্য উক্ত দোষ হইতে রক্ষার জন্য সর্ব্ববিষয়ে প্রধান পরমাত্মার সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধ রাখিবে। সংস্কৃত লিপি প্রণালার ক্রমবিন্যাস, ইঁহাদের মহান সূক্ষ্মদর্শিতা, ধারণাতীত বুদ্ধিমত্তা ও চরম স্বাত্ত্বিক স্বভাবের পরিচয় দিতেছে।

অ, ই, উ, ঋ ও ঌ সংস্কৃতে এই পাঁচ স্বর আছে। ইহার অধিক নহে কারণ অন্যগুলি দীর্ঘ উচ্চারণার্থে এবং ভাষার সৌকার্য্যের জন্য এক স্বর অন্য স্বরে যুক্ত হইয়া দ্বিত্ব বা তৃত্ব উচ্চারিত হয় মাত্র। যেমন অ+ই=এ, অ+এ= ঐ, অ+অ=আ, অ+অ+অ=আ৩ ইত্যাদি। ব্যঞ্জন বর্ণেও পাঁচ বর্গ আছে, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, ও পবর্গ। পাঁচ পাঁচ অক্ষর মিলিত হইয়া এক এক বর্গ হয়।

সকলেই জানেন ভগবানের মুখ্য ও স্বকীয় নাম ওঙম্। ওঙমের তুল্য ভগবানের অন্য কোনও নাম নাই, কারণ

ব্রহ্মবাচক যত শব্দ আছে তৎসমস্তই বিকারযুক্ত, কেবল মাত্র ওম্ শব্দ নির্ব্বিকার কারণ ইহা অব্যয়। এই জন্য ভগবানের অন্য যত নাম আছে তাহা অনেকার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু ওঁকার শব্দ কেবল ভগবানেরই নাম হইয়া থাকে অন্য কোনও অর্থে ব্যবহৃত হয় না, এইজন্য ওম্ ভগবানের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ নাম। ওওম্ এই কথাটির ভিতর এরূপ গভীর বৈজ্ঞানিক ভাব ও বৈদ্যুতিক শক্তি নিহীত আছে যে এই একটী মাত্র কথার সম্যক অর্থ জানিতে পারিলে জগতের তাবৎ বস্তুর জ্ঞান সম্যক লাভ করা যায় এবং জগতের তাবৎ বস্তুর জ্ঞান লাভ করিলে ইঁহাকে জানা যায়।

সর্ব্বেবেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ কঠঃ। ২।১৫॥

চারি বেদ ঋগ্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব, যাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত ও ধর্ম্মাচরণরূপ তপ, যাঁহাকে জানিবার ও প্রাপ্ত হইবার জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মার নাম "ওম"। সকল ধর্ম্মেই প্রায় ওঁ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান ও খৃশ্চানেরা প্রার্থনার শেষে 'আমীন' বা 'এমেন. (Amen) কথা ব্যবহার করিয়া থাকেন, চীন তিব্বত ও অন্যান্য স্থানেও ওঁ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। জেন্দাবেস্তা, বাইবেল, কোরাণাদি পুস্তক যখন রচিত হয়

সেই সময়ে লোকে ওঁ শব্দের ব্যবহার নিশ্চয়ই জানিতেন। দেশ ব্যবধানে ও ভাষা পরিবর্ত্তনে এই পরমাত্মার পবিত্র নাম বিকৃত ও বহুকাল পরে আজ ইহার অর্থও স্মৃতিপথ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। যদি কেহ ইঁহাদের আমীন বা 'এমেন' শব্দের প্রয়োগ ও অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, তবে ইঁহারা কিছুই বলিতে পারিবেন না। কারণ ইঁহারা উক্ত শব্দের ইতিহাস ও অর্থ ভুলিয়া গিয়াছেন।

অ, উ, ম, এই তিন অক্ষর মিলিত হইয়া ওম্ শব্দ হইয়াছে। স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর অ এবং ওম্ ইহারও প্রথম অক্ষর অ, স্বরের মধ্য অক্ষর উ এবং ওমেরও মধ্য অক্ষর উ, পাঁচ বর্গের শেষ অক্ষর ম এবং ওমেরও শেষ অক্ষর ম। ওম শব্দের অ, উ, ম, হইতে সংস্কৃতের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের অক্ষর সকল সাজান হইয়াছে। ব্যাকরণ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, দর্শনাদি গ্রন্থে এই ওম্ শব্দের ভূরি ভূরি ব্যাখ্যা আছে। ওম্ শব্দের অ কার ইহতে ব্রহ্ম, উ কার হইতে জীব ও ম কার হইতে (মায়া) প্রকৃতির গ্রহণ হইয়া থাকে। স্বরবর্ণ স্বতন্ত্র, ইহার উচ্চারণের জন্য অন্য কোন বর্ণের আবশ্যক হয় না, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ পরতন্ত্র অর্থাৎ ইহা স্বর ব্যতিত কখনও উচ্চারিত হইতে পারে না। সেইরূপ পরমাত্মা চেতন ও স্বতন্ত্র এবং জীবাত্মাও চেতন ও কর্ম্ম করিতে স্বতন্ত্র এবং প্রকৃতি জড় ও পরতন্ত্র অর্থাৎ পরমাত্মার সাহায্য ভিন্ন ইহার কোনও কার্য্যই হইতে পারে না। এবং এই জগতে পরমাত্মা যেমন সর্ব্বত্র

ব্যাপক হইয়া আছেন অথচ তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, সেইরূপ সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণে অ কার ব্যাপক হইয়া আছে কিন্তু অ কার দৃশ্যমান নহে এবং অ কারের সহায়তা ভিন্ন ব্যঞ্জন উচ্চারিত হইতে পারে না। ইহা হইতে উচ্চ আদর্শ আর কি হইতে পারে। প্রত্যেক অক্ষর ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এইরূপে সংস্কৃত ভাষা আলোচনা দ্বারা ইহাই যে আদি ও পূর্ণ ভাষা তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সপ্তমানুক্রমঃ।

প্রথম ভগবান হইতে প্রাপ্ত ভাষা যদি পূর্ণ ভাষা হয় তবে তাহা পূর্ণ জ্ঞানপ্রদ হইবে, কারণ ভাষা ও জ্ঞান একত্রে থাকে। অতএব ভগবান মনুষ্যকে এরূপ ভাবে ভাষা প্রদান করেন, যাহা দ্বারা মানুষ পূর্ণ জ্ঞানী হইতে পারে। যদি নূতন বিজ্ঞানের কেহ আবিষ্কারক হয়েন, তবে তাহা নূতন ভাষা দ্বারাও প্রকাশ করিতে হইবে, নচেৎ নূতন ভাষা ভিন্ন নূতন জ্ঞান অসম্ভব। শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য শব্দের গূঢ় অর্থ জানিয়া পদার্থের গুণ অনুভব দ্বারা বিজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া অর্থ সিদ্ধি ও নানা প্রকারের যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে মাত্র। আমেরিকা নিবাসী এণ্ড্রুজেকসান ডেবিস তাঁহার হারমোনিয়া নামক গ্রন্থের ৫ ভাগের ৭৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন বাস্তবিক কোনও মনুষ্যই (original) মৌলিক আবিষ্কারক হইতে পারে না।

শব্দের অর্থের সহিত স্বাভাবিক বা নিত্য সম্বন্ধ আছে।

এবং এই স্বাভাবিক সম্বন্ধ অনাদি কাল হইতে পরম পিতা পরমেশ্বরের সনাতন নিয়মানুসারে হইয়া আসিতেছে। ঈশ্বর সৃষ্টির প্রথমে যে শব্দের যে যে অর্থ জানাইয়া দেন উক্ত শব্দের উক্ত অর্থই হইয়া থাকে অন্য অর্থ হইতে পারে না।*

যেরূপ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, সেইরূপ সম্বন্ধিশব্দও স্বাভাবিক হইবে। এই জন্য সমগ্র শব্দ ও অর্থের খণিস্বরূপ বেদবাক্য ও স্বাভাবিক না হইবে কেন? যদি স্বাভাবিক হয় তবে ইহা সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালে মাননীয় হইবে। কারণ ইহার উপদেষ্টা পরমেশ্বর ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান পদার্থের পূর্ণরূপে জ্ঞাতা। এইজন্য বেদ সকল বিদ্যার বীজস্বরূপ এমন কোন বিদ্যা নাই ও থাকিতে পারে না যাহা বেদে নাই এবং ইহাতে এমন অনেক বিদ্যা আছে যাহা জগতে এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদ ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিচার করা হইয়াছে। এইজন্য এস্থলে কিছু বলা হইল না।

জগতের পুস্তকাগারে বেদই যে সর্ব্বপ্রাচীন পুস্তক তাহা সকল বিদ্বানই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন* এবং বেদ হইতে

---

*..........................no man can ever invent an entirely new word.

S. L. P. II. P.324

*There exist no literary relics that carries us back to a more premitive state in the history of man than the Vedas.

Chips from a German workshop Vol I P. 4.

আর্য্যগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের বিদ্যা ও জ্ঞান আজকালকার কোনও বিদ্বানের সহিত তুলনাই দেওয়া যায় না, সেই ঋষি মহর্ষিগণ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে বেদ সকল বিদ্যার আকর— সকল বিদ্যা ও বিজ্ঞান বেদ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মহর্ষি পাণিণী কৃত অষ্টাধ্যায়ী। গোল্ডষ্টুকর, মোক্ষমূলার আদি সকল বিদেশীয় পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে পাণিণীর মত ব্যাকরণ গ্রন্থ পৃথিবীর কুত্রাপি রচিত হয় নাই। এই অদ্ভুত ব্যাকরণ গ্রন্থ কতকগুলি মাত্র সূত্রদ্বারা গঠিত এবং এরূপ সূত্রের পর সূত্র সন্নিবিষ্ট এবং সংশ্লিস্ট যে ভাবিলে আশ্চার্য্যে অবাক হইয়া থাকিতে হয়।

অষ্টাধ্যায়ীর ব্যাখ্যান স্বরূপ মহর্ষি পাতঞ্জলি কৃত মহাভাষ্য। এই মহাভাষ্যের তুলনা জগতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহার সহিত তুলিত হইতে পারে। মহর্ষি পাতঞ্জলি অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন যে ব্যাকরণ শাস্ত্রের বীজ যজুর্ব্বেদের ১৭ অধ্যায়ের ৯১ মন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে, যাহা হইতে পাণিণী আদি মহর্ষিগণ সঙ্কলন করিয়া ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বৈদিক শব্দের কোষ নিঘণ্টু ও নিরুক্ত যাহা যাস্কমুনি দ্বারা রচিত। আধুনিক সময়ে কোনও ভাষায় এমন কোনও শব্দবিজ্ঞান (Philology) গ্রন্থ নাই যাহার সহিত এই গ্রন্থ দ্বয়ের তুলনা করা যায়। নিরুক্ত বিনা বেদের যথার্থ অর্থ

কখন জানা যায় না। শায়ণ, রাবণ, মহীধর আদি দেশীয় এবং মোক্ষমূলার উইলিয়মস্ আদি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ নিরুক্তের সাহায্য ব্যতীত বেদের অর্থ করিতে যাইয়া পদে পদে অনর্থ করিয়া বসিয়াছেন। এই জন্যই লোকের মনে একটা কিম্ভূতকিমাকার বিশ্বাস বেদে হইয়া গিয়াছে, বেদে কেন! সমগ্র প্রাচীন আর্য্যজাতিটাই যেন একটা তদ্রূপ। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা নামক গ্রন্থ পাঠে ইহার যথার্থতা সম্যক জানা যাইবে এবং বেদে ভুল বিশ্বাস সমূলে বিনষ্ট হইবে।

পিঙ্গলসূত্র যাহা পিঙ্গলাচার্য্য দ্বারা রচিত। ইহা গন্ধর্ব্ব বিদ্যা ও শ্লোক রচনার ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডার হইতে ছন্দরত্ন বিতরিত হইয়া জগতের তাবৎ লোক প্রাপ্ত হইয়াছে। হাণ্টার সাহেব (W. W. Heunter) বলিয়াছেন যে সাতস্বর গন্ধর্ব্ব বিদ্যার মূল এবং এই বিদ্যা আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইতে সকল দেশের লোক প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সপ্তস্বরের রচয়িতা মহর্ষি পিঙ্গল বেদ হইতে ইহার বীজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহর্ষি ধন্বন্তরীকৃত সুশ্রুত এবং মহর্ষি চরককৃত চরক সংহিতা। এই দুই পুস্তক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মণি। এই দুই পুস্তক আরব ও পরে সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়া জগতের তাবৎ লোক আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। চরক সংহিতা পাঠে বুঝা যায় যে ভগবান আত্রের আদি চিকিৎসকগণ ছাত্র ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সকল সামগ্রী সহ ফ্রান্স, চীন, বর্ম্মা

আদি দেশ দেশান্তরে যাইয়া ছাত্রদিগকে তাহাদিগের আচার ব্যবহার রীতিনীতি খাদ্য ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এবং সুশ্রুত পাঠে জানা যায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচারার্থ এদেশ হইতে বৈদ্যগণ সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন। এই পুস্তকের প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদীয় মহসভার বর্ণনা আছে। এই বিদ্যার বীজ বেদ হইতে গৃহীত হইয়া উক্ত আকারে পরিণত হইয়াছিল।

মনুস্মৃতি মহর্ষি মনুকৃত। ইহা মানবধর্ম্ম শাস্ত্রনামেও খ্যাত। ইহাতে আত্মিক, দৈহিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণ ভাবে বর্ণিত আছে। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ বিদ্বান জোকোলিয়ট (Jocolliot) সুন্দর রূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে রাজ্য ব্যবস্থার আদি গুরু মহর্ষি মনু এবং এই অনুপম পুস্তকের অনুবাদ যূনান, মিশ্র ও রোমে পাওয়া যায়।* মহর্ষি মনু এই সমস্ত বিষয়েরই বীজ বেদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

সূর্য্য সিদ্ধান্ত আদি জ্যোতিষ শাস্ত্র। ইহাতে গণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত, ভূগোল, খগোল ও ভূগর্ভ বিদ্যা পূর্ণ ভাবে বর্ণিত আছে। এই পৃথিবী কত বর্ষ সৃষ্ট হইয়াছে ও কত কাল পরে প্রলয় হইবে ইত্যাদি মহান মহান প্রশ্নের উত্তর ইহাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই জ্যোতিষ বিদ্যাও অন্যান্য

---

* Bible in India by Jocolliot.

বিদ্যার মত আর্য্যবর্ত্ত হইতে অন্য দেশে প্রচারিত হইয়া ছিল। এবং এই বিদ্যার বীজ ও বেদ হইতে সংগৃহীত।

ঐতরেয়, শতপথ, সাম ও গোপথ এই চারি গ্রন্থ চারি বেদের ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্যাখ্যান পুস্তক। এই গ্রন্থে শব্দের এরূপ বিচিত্র গভীর ও সারগর্ভিত ব্যাখ্যান লিখিত আছে যে তাহা পাঠে, মনে হয় যেন সংস্কৃত ভাষা 'যো হুকুম' বলিয়া ঋষিদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বেদের এই সকল পরিভাষা দেখিলে ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতগণের বুদ্ধিও আশ্চর্য্যে ডুবিয়া যায়। এরূপ বিচিত্র পুস্তক জগতের কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না।

দশোপনিদ। এইরূপ অনুপম ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ জগতের কুত্রাপি নাই। ইহা আমরা কেন সকল বিদেশীয়গণ এমন কি মুসলমান বাদশাহ দারাশিকোহ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে উপনিষদ ব্রহ্ম বিদ্যার শিরোমণি গ্রন্থ যাহা প্রায়, সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়া জগতে ব্রহ্ম বিদ্যার ঘোষণা করিতেছে। ইহাতে এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ন বিজ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে যে তাহা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা একান্ত অসম্ভব। মোক্ষমূলার ইহা স্বীকার করিয়াছেন *। এই ব্রহ্ম বিদ্যার বীজ বেদ হইতে বিশেষ করিয়া যজুর্ব্বেদের সারা চল্লিশ অধ্যায় হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

* Whatever other Scholars may think of the difficulty of translating the upanishots, I can only repeat what I have

ষড় দর্শণ। ইহার বিষয় এমন বিদ্বান নাই যিনি জানেন না। অতএব ইহার বিষয় কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। ইহাতে পরমাণু হইতে স্থূল জগৎ, জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নের স্পষ্ট ও অভ্রান্ত উত্তর সন্নিবিষ্ট আছে। সমস্ত দর্শনই বেদের উপাঙ্গ বলিয়া খ্যাত। যোগ দর্শণ যাহা যোগ বিদ্যার এক মাত্র অদ্ভূত পুস্তক। এখনও ইন্দ্রিয়ারামী জড়বাদী পশ্চিমী বিদ্বানগণ এ বিদ্যার বিষয় জ্ঞাত নহেন। সম্প্রতি আমেরিকায় এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দোলন আরম্ভ হইতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে যত প্রকারের বিদ্যা জগতে প্রচারিত আছে তাহা ভারত হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং ভারত সমস্ত বিদ্যার বীজ বেদ হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

অষ্টমানুক্রমঃ।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও যদি বিশেষ গবেষণা করিয়া দেখা যায় তবে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যেসকল সম্প্রদায়ী ধর্ম্ম প্রচলিত

---

said before that I know few Sanskrit text presenting more formidable problems to the translator than these philosophical treatises .... I have again and again had to translate certain passages tentatively only or following the commentators though conciously all the time that the meaning which they extract from the text can not be right one.

আছে তাহাও সমস্ত বৈদিক ধর্ম্ম হইতে গৃহীত। যদিও হঠাৎ দেখিলে বৈদিক ধর্ম্ম হইতে একেবারে বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। ব্লাভাটস্কি (H. P. Blavatsky) মহোদয়া যথার্থই বলিয়াছেন ধর্ম্মের আবিষ্কারক জগতে কেহ নাই ও থাকিতে পারে না। *

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই ক্রমশঃ ক্রমশঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্ম সম্প্রদায় হইতে গৃহীত দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান ধর্ম্ম ইহুদী ও কতক পারসী ধর্ম্ম হইতে গৃহীত। খৃশ্চান ধর্ম্ম ইহুদী ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে গৃহীত, বৌদ্ধ ধর্ম্ম তৎকালীন প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম ও বৈদিক ধর্ম্ম হইতে গৃহীত। পারসীক ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম হইতে গৃহীত* এবং বৈদিক ধর্ম্ম অন্য কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়

---

* More than one great Scholar has stated that there never was a religious founder whether Aryan, Semetic or Turanian who had invented a new religion or revealed a new truth. These founders are all transmitters, not original teachers .... Therefore is confucius .... shown by Dr. Legge, who calls him emphetically a transmitter, not a maker, as Saying "I only hand on : I can not create new things. I believe in the ancients and therefore I love them".

Quoted in Science of Relgion (by Maxmuller).

* এ স্থলে এ সম্বন্ধে আভাষমাত্র দেওয়া হইল, বিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইলে Dr. Mills, Maxmuller, Flint, M. Blavatsky আদির পুস্তক পাঠে অবগত হইবেন।

হইতে গৃহীত হয় নাই।* কারণ ইহা আদি ও সনাতন। মহর্ষী দয়ানন্দ সরস্বতী জগতের সমক্ষে জোড় করিয়া বলিয়াছেন "যহ নিশ্চয় হৈ কি জিতনী বিদ্যা ঔর মত ভূগোল মে ফৈলে হৈ বে সব আর্য্যবর্ত্ত দেশ হী সে প্রচরিত হুএ হৈ।" (সত্যার্থ প্রকাশ, পৃষ্ঠে ২৭৬)

---

* The Vedic religion was the only one, the development of which took place without any extraneous influences. ....Even in the religion of the Hebrews, Babylonian, Phœnician and at a latter time Persian influences have been discovered.

India what can it teach us P. 129. by Maxmuller).

ভাষা ও জ্ঞান জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আর্য্য জাতির ইতিহাস যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করা যায় তবে বুঝা যায় প্রথমে মানুষ কেমন করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিল। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি আধুনিক ও উহাদিগের ইতিহাসও আধুনিক। উহারা জগতের আদি বিবরণ কিছুই দিতে পারে না। কোথা হইতে দিবে? খৃষ্টানদিগের মতে জগত সৃষ্টি ৬০০০ হইতে ৮০০০ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে ও অন্যান্য জাতির ইতিহাসে এ সম্বন্ধে উহার অধিক বিশেষ কোন কথা পাওয়া যায় না। আর্য্যদিগের জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠে বুঝা যায় যে সৃষ্টি ১৯৭২৯৪৯০১৩ এক অর্ব্ব সাতানব্বই কোটী উনত্রিশলক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তের বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে ও এখনও প্রলয়ের ২৩৪৭০৫০৯৮৯ দুই অর্ব্ব চৌত্রিশ কোটী সত্তরলক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয়শত উননব্বই

বৎসর অবশিষ্ট আছে এবং এক এক সৃষ্টি কল্পকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

"শতং তেঽযুতং হায়নান্ দ্বে যুগে ত্রীণি চত্বারি কৃণ্মঃ। অর্থব ৮।১।২।২১॥

অর্থাৎ দশলাখ পর্য্যন্ত শূন্য দিবার পর ২, ৩, ৪ যোগ দিলে এক কল্পের বর্ষ গণনা হইয়া থাকে যথাঃ—৪৩২০০০০০০০ চার অর্ব্ব বত্রিশ কোটী বর্ষ। ইহাকে জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্রহ্ম দিনও বলা হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা প্রণালী এস্থলে স্থূলতঃ দেওয়া যাইতেছে ঃ—

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ। এই চার যুগ মিলিয়া এক চতুর্যুগ হয়, ৭১ চতুর্যুগ মিলিয়া এক মন্বন্তর এবং ১৪ মন্বন্তর ও ১৫ সন্ধি বা সত্য যুগ মিলিয়া এক কল্প বা ব্রহ্মদিন হইয়া থাকে। ইহাই সৃষ্টির স্থিতি অব্দ। ইহার সংখ্যা এইরূপ ঃ—

সত্য যুগ	১৭২৮০০০	(সতের লক্ষ আটাইস হাজার বর্ষ)
ত্রেতা	১২৯৬০০০	(বারলক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বর্ষ)
দ্বাপর	৮৬৪০০০	(আটলক্ষ চৌষট্টি হাজার বর্ষ)
কলি	৪৩২০০০	(চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার বর্ষ)
চতুর্যুগ	৪৩২০০০০	(তেতাল্লিশলক্ষ বিশ হাজার বর্ষ)
সন্ধি	১৭২৮০০০	(সতেরলক্ষ আটাইস হাজার বর্ষ)

চতুর্যুগ ৪৩২০০০০
৭১
———————
৪৩২০০০০
৩০২৪০০০০
———————

মন্বন্তর ৩০৬৭২০০০০ (ত্রিশকোটি সাতষট্টিলক্ষ বিশ হাজার বর্ষ)
১৪
———————
১২২৬৮৮০০০০
৩০৬৭২০০০০
———————

চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ৪২৯৪০৮০০০০ (চারি অর্ব্ব উনত্রিশকোটি চল্লিশলক্ষ আশি হাজার বর্ষ)

১৫ সন্ধি ২৫৯২০০০০ (দুইকোটি উনষাইটলক্ষ বিশ হাজার বর্ষ)
———————

কল্প বা ব্রহ্মদিন ৪৩২০০০০০০০ (চারিঅর্ব্ব বত্রিশকোটি বর্ষ)

আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টির ৬ মন্বন্তর ২৭ চতুর্যুগ ৭ সন্ধি ও সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির ৫০১৩ পাঁচ হাজার তের বর্ষ অতীত হইয়াছে। এই প্রণালিতে গণনা, সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে এবং সকল আপ্ত বিদ্বানগণ ইহা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে ইহা ভ্রম বা মিথ্যা বলিবার কোনও কারণ নাই। যদি কেহ এ গণনাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন তবে কোনও গণনাই

সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। যদি কেহ বলেন খৃষ্ট ১৯১১ বৎসর আগে দেহ ত্যাগ করেন নাই, তবে তাঁহাকে এইরূপ উত্তর দিতে হইবে খৃষ্টের মৃত্যুর পর হইতে ক্রম পূর্ব্বক এই অব্দ আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে এবং সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল খৃশ্চান বিদ্বানই ইহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন অতএব ইহাতে ভুল বা প্রমাদ থাকিতে পারে না। সেইরূপ সৃষ্টির আদি হইতে ক্রম পূর্ব্বক উপরোক্ত সৃষ্ট্যব্দ চলিয়া আসিতেছে এবং সকল আর্য্য বিদ্বান ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন এবং আর্য্য পঞ্জিকায় আদিকাল হইতে সৃষ্ট্যব্দ লিখিত হইয়া আসিতেছে অতএব ইহাতে কখন ভ্রম বা প্রমাদ থাকিতে পারে না।

আজকাল কোনও কোনও বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা ও পরীক্ষার পর সৃষ্টির অতি প্রাচীনত্ব সিদ্ধান্ত করিতেছেন।*

আমেরিকা দেশেও পৃথিবীর সৃষ্টি কাল নির্দ্ধারণে চেষ্টা

* Respecting the age of the earth, that so thoroughly was the ancient authority intellectually crushed that it is found itself incapable of asserting by force the patristicidea that our planet is less than six thousand years old ....In the end truth overrode all authority and all opposition and the doctrine, of an extremly remote origin of our planet ceased to be open to dispute".

Intellectual developement by Dr. Draper.

আরম্ভ হইয়াছে ও ক্রমশঃ সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে, ছয় হাজার, আট হাজার বৎসর হইতে আজ তিন কোটী বৎসরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে,* আশা করা যায় ভারতের সাহায্যে যথার্থ কাল নির্ণয়ে সমর্থ হইবে।

---

* During many years there was a disagreement between Geologists and Physicists in regard to the Geological age of the Earth, which the Geologists estimated to be at least 300 million years, while the Physicists deduced, principally from thermodynamic considerations, the comparatively short age of 20 or 30 million years. Through the study of radio-activity this old controversy seems now to have been decided in favour of the Geologists. Some time ago Strutt deduced, from the proportion of helium found in thorium ores, a lower limit of 240 million years for the age of the earth. The same Physicists has recently attempted to determine by direct experiment, the rate at which helium is generated in thorianite and pitch blende. He found that the quantity of helium produced by 400 grammes of thorionite in 7 weeks was certainly less than 2×10^{-8} cubic centimeters. from this it follows that one gramme of thorianite generates less than $3{\cdot}7 \times 10^{-6}$ cubic centimeters of helium per year. Hence at least 240 million years must be allowed for the accumulation of the 9 cubic centimeters of helium which are actually found in each gramme of freshly mixed thorianites. The experiments with pitchblende gave a value for the rate of production of helium which is of same rate of magnitude as the value calculated by Rutherford, but as the results are not regarded as absolutely certain expermcnts on a larger scale have been commenced.

প্রথম মনুষ্যগণের সৃষ্টি তিব্বতে হইয়াছিল। মনুষ্যগণ সৃষ্টির প্রথমে ত্রিবিদ্যাযুক্ত বেদ প্রথম এই স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান ত্রিবিষ্টপ নামে খ্যাত। এই স্থান অন্যান্য বাসোপযোগী সকল স্থান হইতে উচ্চ বলিয়া প্রথম শীতল হইয়া অন্নোৎপত্তিযোগ্য হইয়াছিল, এই জন্যই এইস্থানে আদি সৃষ্টি হইবার কারণ। আমেরিকার বিদ্বান ডেবিস তাঁহার রচিত "হারমোনিয়া" নামক পুস্তকের ৫ম ভাগে প্রতিপাদিত করিয়াছেন হিমালয় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত এই জন্য আদি সৃষ্টি হিমালয়ের নিকট কোনও স্থানে হইয়া থাকিবে। জারমানীর প্রোফেসার ওকেনও এ বিষয়ে সহমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিছুকাল এইখানে বসবাসের পর তাঁহাদিগের ভিতর যখন কতক বিদ্বান ও কতক অবিদ্বান হইল এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন আর্য্য অর্থাৎ বিদ্বানগণ একত্র অবস্থান করা অসুবিধা বোধ করিয়া ভূগোলের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত দেশ বসবাসের অত্যন্ত সুবিধা বুঝিয়া এই খানে আসিয়া একাবারে বাস করিয়া ছিলেন, এবং এই দেশ উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন,

---

At all events the Geologists estimates of the age of the earth appear to be much nearer the truth than the estimates formerly made by the Physicists.

Scientific American, July 30, 1910
Vol. CIII, No. 5, Page 78. NEW YORK.

ইহার পূর্ব্বে এ দেশের কোনও বিশেষ নাম বা কোনও মনুষ্যের বাস ছিল না। পরে অনার্য্য বা অবিদ্বানেরা অন্যান্য স্থানে সুবিধা মত বাস করিয়াছিল। বিদেশীয়দিগের ইতিহাসে লেখা আছে যে আর্য্যগণ প্রথমে যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন আদীম নিবাসীদিগকে অন্যায়রূপে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া এদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন এবং তাহাও ৪০০০ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে। ইহা সম্পুর্ণ মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক, কারণ আর্য্যগণ যখন এদেশে আসেন তখন এদেশে কেহ বাস করিত না, আর যখন ঐরূপ কথা আমাদের প্রাচীন ইতি-হাসের কোথাও পাওয়া যায় না তখন বিদেশীয়দিগের কপোল কল্পনা কখন বিশ্বাস যোগ্য নহে। বিদেশীয়গণ এই ঐতিহাসিক তথ্য কোথাহইতে সংগ্রহ করিলেন? তাঁহারা এ সম্বন্ধে কল্পনা প্রসূত ঘটনাবলি ইতিহাসে স্থান দান করিয়াছেন। আমরা বিদেশীয়দিগের কপোল কল্পনা বিশ্বাস করিয়া আমাদের ছেলেদের উহা অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া কণ্ঠস্থ করাইতেছি এরূপ দুরবস্থা আমাদের ঘটিয়াছে। ইতিহাস এই বাক্যের ভিতর ইতি + হ + আস এই তিনটী কথা আছে। ইহার অর্থ এই রূপ ইতি—এই রূপ, হ—নিশ্চয় করিয়া, আস—হইয়াছিল বা ঘটিয়াছিল। তাহাহইলে ইতিহাস অর্থে পূর্ব্বে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ঘটিয়াছিল। ভারতের ইতিহাস লিখিতে গিয়া বিদেশীগণ ইতিহাসের অর্থ ভুলিয়া যান। তাঁহারা লিখিয়াছেন ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া

যায় না তবে এ বিষয়ে তাঁহাদের আন্দাজ *। যাঁহারা আমাদের রীতি, নীতি, আচার সাহিত্য ও ধর্ম্ম জানেন না তাঁহাদের আন্দাজ কেমন করিয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় বরং সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসের অযোগ্য বলা যাইতে পারে। দেবাসুরের যুদ্ধ যাহা আমাদের শরীরে প্রত্যহ হইয়া থাকে অলঙ্কারচ্ছলে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে লেখা আছে তাহা হইতে বোধ হয় মোক্ষমূলারাদির উর্ব্বর মস্তিষ্ক এই কল্পিত যুদ্ধ আবিষ্কার ও অতিরঞ্জিত করিয়া থাকিবে। সে যাহা হউক তিব্বৎ হইতে পৃথিবীর চারি দিকে বসবাসের পূর্ব্বে সকল মনুষ্যেরই এক ভাষা ছিল তাহা সংস্কৃত, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আর্য্য বা বিদ্বানগণই সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ ছিলেন আর অনার্য্য বা অনাড়ী-দের ভাষা সংস্কৃত হইলেও তাহারা সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ না হওয়ায় এবং আর্য্যগণ হইতে পৃথক হওয়ায় শিক্ষাভাবে, দেশ ব্যবধানে অভাব ও প্রকৃতি অনুসারে এবং আলস্য বিধায়ে

† If we fix the teritory of the ganges in the period at the begining of the first millenium B.C, we do so on no historical evidence but only on the ground of probability.

The Historians History of the World.

As to the exact time when the Aryan invasion occurred all obscure. *Ibid.*

Turning to India itself, we find that almost no historical documents except the religious books have come down from antiquity. *Ibid.*

ক্রমশঃ ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষা হইতে পৃথক হইয়া মিশ্র ভাষার (ম্লেচ্ছ ভাষার) উৎপত্তি হইয়াছে ও এখনও হইতেছে।

এই অনার্য্যগণ তাবৎকাল পর্য্যন্ত বন্য পশুদিগের মত বাস করিত যাবৎ না এদেশ হইতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং, চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥ মনুঃ ২।২০ ॥

এই দেশের বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক পৃথিবীর সকল মনুষ্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যতদিন এদেশ হইতে অন্য দেশে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই তত দিন পৃথিবীর অন্য সকল দেশবাসী মূর্খ ও অসভ্য ছিল। যাবতীয় বিদ্যা আর্য্যবর্ত্ত দেশ হইতে মিসর, মিসর হইতে গ্রীস, গ্রীস হইতে রোম, রোম হইতে ইউরোপের অন্যান্য স্থান এবং তথা হইতে আমেরিকাদি দেশে প্রচারিত হইয়াছে, এ বিষয় পূর্ব্বাধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে এবং এ কথার যথার্থতা সকল দেশের ইতিহাসই স্বীকার করিয়াছে। এই দেশের নাম ভারত হইবার অন্যতম কারণ এই যে এই দেশ অতি বিস্তৃত ও জগতের তাবৎ বিদ্বান এবং সকল প্রজাকে রাজব্যবস্থাদ্বারা ধারণ করিত এবং যাবতীয় বিদ্যা ও উত্তম পদার্থ এই দেশেই প্রকাশিত ও উৎপন্ন হইয়া জগতের তাবৎ লোককে পোষণ করিত। শতপথ ব্রাহ্মণে ভারত শব্দের উক্ত রূপ

অর্থ লিখিত আছে। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে মানুষ যত দিন না অন্য কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে ততদিন তাহারা কখনও বিদ্যা লাভ করিতে পারে না। কারণ, কারণ বিনা কখন কার্য্য হইতে পারে না। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে সৃষ্টির আদিতে আর্য্যগণ কোথা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন? ইহার উত্তরে মহর্ষি পাতঞ্জলি তাঁহার যোগ দর্শনে বলিয়াছেন।ঃ—

স এষ পূর্ব্বেষামপিগুরুঃকালেনানবচ্ছেদাৎ ॥২৬॥

বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ আমরা অধ্যাপকদিগের নিকট পাঠ করিয়া বিদ্বান হইয়া থাকি পরমেশ্বরও তদ্রূপ সৃষ্টির প্রথম উৎপন্ন অগ্নি আদি ঋষিদিগের গুরু অর্থাৎ অধ্যাপন কর্ত্তা হইয়া বেদ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তেভ্যস্তপ্তেভ্য স্ত্রয়ো বেদা অজায়ংতাগ্নেঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্ব্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ। শঃ ১১।৪॥

তৎ পশ্চাৎ

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ্ যজ্ঞসিদ্ধার্থমৃগযজুঃসামলক্ষণম্। মনু ১।২৩॥

অগ্নি আদি চারি মহর্ষি পরমাত্মা হইতে চারি বেদ প্রাপ্ত হইয়া প্রসিদ্ধ আদিপুরুষ ব্রহ্মাকে চারি বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এবং ব্রহ্মা ঃ—স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-মথর্ব্বায় জেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ। মুণ্ডঃ ১।১॥

তাঁহার জেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে এই বেদ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎ পশ্চাৎ ঃ—

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্ব্বা তাং পুরোবাচা ঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম॥ মুঃ ১।২॥

অথর্ব্বা ঋষি যে বেদ বিদ্যা তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অঙ্গির নামীয় ঋষিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, অঙ্গির পুনঃ সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ ঋষি গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত বেদ বিদ্যা নিজ শিষ্য অঙ্গিরাকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

এইরূপে পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টির আদি সময়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমশঃ মনুষ্যগণ বিদ্বান হইয়া আসিতেছে। বিদ্বান ও সজ্জনগণ এই সমস্ত ঐতিহাসিক আপ্তবাক্য কখনও অবিশ্বাস করিতে পারেন না। যিনি এ বিষয় সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিকৃত পুস্তক পাঠ করেন নাই ও বিচার করেন নাই তাঁহারই পক্ষে ইহা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে। কারণ—

যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানং চাস্যরোচতে॥ মনুঃ ৪।২০॥

মানুষ ক্রমশঃ যেরূপ শাস্ত্র জানিতে থাকে তদ্রূপই বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয় এবং উহাতে রুচিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

অনেকে এরূপ বলেন যে ঈশ্বর নিরাকার, তিনি কেমন করিয়া বেদ মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন? এ বিষয় অগ্রেও কিছু বলা হইয়াছে, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার বেদ বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতে হয় না। তিনি ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের কার্য্য নিজ সামর্থ দ্বারা করিয়া থাকেন। সাংখ্য দর্শনে কপিল মুনি বলিয়াছেন——

ঈশ্বরাসিদ্ধে॥ ১। ৯২॥
ঈশ্বরে এরূপ দোষ অসিদ্ধ অর্থাৎ ঘটিতে পারে না।

কারণ——

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
শ্বেতঃ ৩।১৭॥

তাঁহাতে সকল ইন্দ্রিয়ের সামর্থ বর্ত্তমান আছে কিন্তু তিনি সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। যেমন মনের ভিতর বাগেন্দ্রিয় না থাকায় শব্দ উচ্চারিত হয় না তথাপি যেমন মনের ভিতর

প্রশ্নোত্তর আদি বিচার অস্ফুট শব্দ বা ভাষার দ্বারা হইয়া থাকে। আমি যদি তোমা হইতে দূরে থাকি তবে চিৎকার করিয়া বলিতে হয় যদি নিকটে থাকি মৃদুস্বরে বলিলেও শুনিতে পাও। শব্দ উচ্চারণের আবশ্যক এই যে তোমার আত্মা যে কর্ণেন্দ্রিয় ও মনেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ ও মনন করিবে সে আমা হইতে দূরে অবস্থিত কিন্তু পরমাত্মা তোমার মন ও আত্মায় ব্যাপক হইয়া আছেন অতএব তাঁহাকে অন্য মানুষের মত শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিবার আবশ্যক হয় না। তিনি মানুষের হৃদয়ে বেদ বিদ্যা প্রচার করিয়া ছিলেন। কারণ হৃদয়ই বিদ্যাগ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র।

"সর্ব্বেষাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নম্।" বৃহঃ ২।৪।১১

এবং প্রত্যেক সৃষ্টির প্রারম্ভে এইরূপ চিরকাল করিয়া থাকেন ইহা তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য।

"এবং বা অরেঽস্য মহতোভূতস্যনিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদোয-জুর্ব্বেদ সামবেদোঽথর্ববাংগিরসঃ" শতঃকাং ১৪। অঃ ৫॥ ব্রাঃ ৪॥

অর্থাৎ যিনি আকাশ হইতেও বৃহৎ সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। যেরূপ মনুষ্যের শরীর হইতে শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হয় সেইরূপ সৃষ্টিকালীন অনন্ত বিদ্যার অধিকারী পরমাত্মা হইতে অতি সহজে মনুষ্যের হৃদয়ে বেদ প্রকাশ হইয়া থাকে।

অনেকে বলেন ইহা কখন হইতে পারে না, ঈশ্বর ঋষিদিগকে জ্ঞান দিয়া থাকিবেন উহা দ্বারা তাঁহারা বেদ রচনা করিয়া থাকিবেন। জিজ্ঞাসাকরি ভগবান তাঁহাদিগকে কিপ্রকার জ্ঞান দিয়াছিলেন যাহা দ্বারা তাঁহারা বেদ রচনা করিতে সমর্থ হইলেন? তবে বলিতে হইবে বেদরূপ জ্ঞান। যখন ঈশ্বরের জ্ঞান দ্বারা বেদ রচিত, তখন তিনিই বেদের প্রণেতা হইলেন। অতএব বেদ ঈশ্বর কৃত হইবার বাধা নাই।

অনেকে আবার বলেন সকল মনুষ্যেরই স্বাভাবিক জ্ঞান আছে ঐ জ্ঞানের ক্রমশঃ চর্চ্চা করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মানুষ পুস্তকাদি রচনা করিতে পারে এবং ঐ জ্ঞান না থাকিলে বেদ বিষয়েরও জ্ঞান মনুষ্যের কদাপি ঘটিতে পারে না। অতএব বেদ ঈশ্বরকৃত হইবার আবশ্যক নাই।

স্বাভাবিক জ্ঞান সকল মনুষ্যেরই আছে কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞান স্বয়ং কোনও কার্য্য করিতে পারে না। স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারা যদি পুস্তক রচনা সম্ভব হইত তবে কেন লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া বন্য মনুষ্যগণ বিদ্যাশিক্ষা বা গ্রন্থরচনা করিতে পারে নাই। ভগবানের অদ্ভুত সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া ক্রমশঃ কেন বিদ্যালাভ করে নাই! কেবল মাত্র গুরুর অভাবেই কি নহে? স্বাভাবিক জ্ঞান, বিদ্যা শিক্ষা ইত্যাদির, অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে মাত্র, বিদ্বানগণের নিকট বিদ্যা শিক্ষা ব্যতিত স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারা কেহ কখন বিদ্বান হইতে পারে নাই ও পারেনা। ইতিপূর্ব্বেই ইহা ঐতিহাসিক প্রমান দ্বারা দেখান হইয়াছে।

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্ন্ন শৃণোত্যেনাম্।

ঋঃ। মঃ ১০। সূঃ ৭১। মঃ ৪॥

লোক মূর্খ হইলে শুনিয়াও শুনেনা দেখিয়াও দেখে না এবং বলিয়াও বলে না। অর্থাৎ অবিদ্বানগণ অন্যের নিকট হইতে শিক্ষা ব্যতিত স্বয়ং কখন দ্রব্যের ও আত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে যথাযথ উপকার গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। যেরূপ আমরা আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকি এবং পরে বিদ্বান হইয়া নিজের ও অন্যের উপকার করিতে সমর্থ হই, তদ্রূপ সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বররূপ আচার্য্যের আবশ্যক ছিল। কারণ বিদ্যা অপরের নিকট প্রাপ্ত হইলেই বিদ্বান হওয়া যায় অন্যথা নহে। যেমন দিয়াশলাহে সাধারণ অগ্নি বর্ত্তমান থাকে কিন্তু তাহা হইতে বিশেষ অগ্নি প্রাপ্ত হইতে হইলে অন্য কাহারও দ্বারা ঘর্ষণ আবশ্যক হয় সেইরূপ সাধারণ জ্ঞান মনুষ্যের থাকিলেও বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার জন্য অন্য বিশেষজ্ঞ কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা রূপ ঘর্ষনের আবশ্যক।

কেহ কেহ এরূপ বলেন যদি বেদ ঈশ্বর কৃতই হইবে তবে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা ঋষির হৃদয়ে প্রকট করিবার কারণ কি এবং ইহা কেবল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইল কেন? তবে কি ঈশ্বর অন্য দেশবাসীদিগের জন্য বেদ প্রকাশ করেন নাই? ইহা দ্বারা বেদ ঈশ্বর কৃত নহে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

ভগবান ন্যায়কারী তাঁহাতে পক্ষাপাত সম্ভবে না উক্ত চারিজন ঋষির হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করাতে ন্যায়কারী ভগবানের সম্যক ন্যায়েরই প্রকাশ পাইতেছে।

যো ব্রাহ্মনং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ। শ্বেতাঃ ৬।১৮॥

ভগবান সৃষ্টির আদিতে বেদ জানিবার যোগ্য মানুষকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব জানিতে হইবে যে উক্ত চারি ঋষিগণের এরূপ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য ফল ছিল, যে তাঁহাদিগের হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করা ঈশ্বর উচিৎ বিবেচনা করিয়াই উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম।
ঋ ৮।২।২৩॥

পূর্ব্ব পুণ্যের প্রভাব দ্বারা যোগ্যতানুসারে ঋষি, ঈশ্বর প্রেরণা দ্বারা, আপনার হৃদয়ে বেদরূপ বাণী প্রাপ্ত হন। এবং সংস্কৃত ভাষায় বেদ প্রকাশ করার অর্থ মনুষ্য মাত্রেরই হিতের জন্য। তিনি কোন এক দেশ ভাষায় বেদ প্রকাশ করিতেই পারেন না, যদি করিতেন তবে তিনি পক্ষপাতী হইতেন। কারণ সৃষ্টির প্রথমে সকল মনুষ্যেরই এক ভাষা ছিল, তাহা সংস্কৃত, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব

সংস্কৃত ভাষায় বেদ প্রকাশ করায়, বেদ ঈশ্বর কৃত নহে ইহা প্রমাণিত না হইয়া, বরং ইহা ঈশ্বর কৃত ইহাই নিশ্চয় করিবার সহায়তা করিতেছে।

অনেকে বলেন বেদ যদি ঈশ্বরকৃতই হইবে তবে বেদে সকল মনুষ্যেরই অধিকার সমান ভাবে থাকা উচিত ছিল! শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট শুনা যায় ও ইতিহাস পাঠে জানা যায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির বেদপাঠে অধিকার নাই। ন্যায়কারী ভগবান কখন পক্ষপাতী হইতে পারেন না। ইহা দ্বারা বেদ স্বার্থপর ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত বুঝা যাইতেছে।

যে ব্রাহ্মণেরা এরূপ কথা বলেন তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ নহেন স্বার্থজ্ঞ। আর শুনা কথা মিথ্যা ও সত্য দুইই হইতে পারে, তাহা বিচার সাপেক্ষ। এই জন্য শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। ঋষিকে স্বার্থপর বলা অজ্ঞানের কার্য্য। জগতের শিক্ষাগুরু ঋষি। যাঁহারা জগতের বিদ্যা শিক্ষার জন্য নিজ জীবন ব্যয় করেন তাঁহারাই ঋষি। তবে তাঁহারা স্বার্থপর কেমন করিয়া হইবেন? ঋষি বলিলেই নিস্বার্থের জলন্ত মূর্ত্তি বুঝিতে হইবে। বায়ু ও জল যেমন সকল মনুষ্যের প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবানের দান, বেদও সেইরূপ মনুষ্যগণ রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। ইহা ভোগ করিবার সকল মনুষ্যেরই সমান অধিকার। বায়ু বা জল যেমন কাহারও নিজ সম্পত্তি নহে, বেদও সেইরূপ

কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। অন্যরূপ বলা ও বুঝা মূর্খের কার্য্য মাত্র।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানিজনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥
যজুঃ অঃ ২৬।২॥

এই মন্ত্র প্রচার করিতেছে যে বেদ কোনও এক বিশেষ পুরুষ বা বিশেষ জাতির জন্য নহে, কিন্তু সূর্য্যের সমান এই জ্ঞান মনুষ্যমাত্রেরই জন্য প্রকাশিত করা হইয়াছে। অতএব বেদে সকল মনুষ্যেরই অধিকার (স্বত্ব) আছে যোগ্যতা না থাকিলেও। কোনও কোনও আচার্য্য বা ঋষি শূদ্রের বেদ পাঠে অধিকার নাই বলিয়াছেন, সেখানে বুঝিতে হইবে অধিকার অর্থে যোগ্যতা এবং শাস্ত্রে যেখানে যেখানে শূদ্রের বেদে অধিকার আছে বলা হইয়াছে সেইখানে স্বত্ব অধিকার অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। স্বত্ব এবং যোগ্যতা এই দুই বাক্যের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির যদি চারি পুত্র থাকে তন্মধ্যে দুইটি পুত্র বিদ্বান ও সংযমী ও অপর দুইটি পুত্র মূর্খ ও ইন্দ্রিয়ারামী হয়, তত্রাচ শেষোক্ত পুত্রদ্বয় অযোগ্য হইলেও স্বত্বানুসারে পিতার ধন সমানাংশে প্রাপ্ত হইবে। তবে তফাৎ এই যে যোগ্য পুত্রদ্বয় ধনের রক্ষা বৃদ্ধি ও সদ্ব্যবহার দ্বারা নিজের ও দেশের মঙ্গল সাধন ও শেষোক্ত পুত্রদ্বয় মূর্খতা বিধায়ে প্রাপ্ত ধনের অপব্যয় দ্বারা

নিজের ও দেশের অমঙ্গল উৎপন্ন করিবে। সেইরূপ অনন্ত ধনশালী পরমপিতা পরমেশ্বরের আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র চারি পুত্র। স্বত্ব হিসাবে আমাদের সকলেরই পিতার প্রদত্ত বেদরূপ ধনে সমান অধিকার। কিন্তু যোগ্যতা হিসাবে শূদ্র বা মূর্খের অধিকারের অভাব জানিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যখন ভারতে অন্ধ পরম্পরা চলিয়া আসিতেছিল সেই সময় স্বার্থপর নাম মাত্র ব্রাহ্মণেরা নিজদের আধিপত্য ও জীবিকা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য উক্তরূপ মিথ্যা প্রচার করিয়া বেদরূপ সূর্য্যের আলোক হইতে সকলকে বঞ্চিত করিয়া দেশের ও নিজদের কি সত্যনাশই না সাধিত করিয়াছে! এই জন্য আধুনিক ইতিহাসে "ব্রাহ্মণের" এই কলঙ্ক লিপি বদ্ধ আছে! পুরাকালের ইতিহাস পাঠে এভ্রম দূর হইয়া যাইবে।

নিমিত্তার্থেন বাদরি তস্মাৎ সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ।

মীঃ ৬।১।২৭ ॥

নৈমিত্তিক সামর্থ দ্বারা মানুষ অধিকারী হইয়া থাকে এই জন্য বৈদিক কর্ম্মে সকলেরই অধিকার আছে বাদরি ঋষির এই মত। বৈদিক কর্ম্মে যোগ্যতা অনুসারে অধিকার হইয়া থাকে এবং যোগ্যতা নৈমিত্তিকী স্বাভাবিক নহে এই জন্য যোগ্যতাধিকারী পুরুষ মাত্রেরই বৈদিক কর্ম্মে অধিকার আছে।

ব্রাহ্মণেরা বলেন উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন না হইলে বেদপাঠে কখনও অধিকার আসিতে পারে না এবং উপনয়ন ব্রত শূদ্রের জন্য বিধি নাই, এই জন্য শূদ্র যতই কেন যোগ্য হউক না বেদপাঠে অধিকারী হইতে পারে না।

সংস্কারেচ তৎ প্রধানত্বাৎ॥ মীঃ ৬।১।৬৭॥

সংস্কার বিষয়ে দ্বিজাতির বিশেষতার কারণ ব্রাহ্মনাদি বর্ণের প্রধানতা মাত্র। শূদ্র উপনয়ন বিনা সামর্থানুসারে অধিকারী হইয়া থাকে, কারণ উহাদিগের ভিতর সামর্থ বর্ত্তমান থাকিলে উচ্চ বর্ণে অধিকার থাকায়।

শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতিশূদ্রতাম্।

মনুঃ। ১০।৬৫॥

শূদ্রকুলে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণের সমান গুণ, কর্ম্ম স্বভাব হইলে সেই শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে, সেইরূপ ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইলেও তাহার গুণ কর্ম্ম স্বভাব শূদ্রের সদৃশ হইলে সে শূদ্র হইয়া যাইবে!

ধর্ম্মচর্য্যায়া জঘন্যো বর্ণং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ॥ আপস্তম্ব সূত্রঃ॥

ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ উত্তমবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যোগ্যতানুসারে সেই সেই বর্ণে পরিগণিত হইতে পারিবে।

এক্ষনে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে শূদ্রের উপনয়ন কেন দেওয়া হয় না? শূদ্র অর্থে অকুশল ও আনাড়ি। শূদ্রদিগের সাধারণতঃ বুদ্ধি স্থূল ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়ম পালনে একান্ত অসমর্থ বিধায় তাহাদিগের উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যকতা থাকে না। এই সংস্কারের উদ্দেশ্য অতি মহান। "ব্রহ্মণে বেদাদি বিদ্যায়ৈ চর্য্যতে ইতি ব্রহ্মচর্য্যম্" সংযমী হইয়া আচার্য্যের অধীনে নিয়ত কাল পর্য্যন্ত বেদাদি অধ্যয়নরূপ ব্রতানুষ্ঠান করার নাম ব্রহ্মচর্য্য এবং উক্ত ব্রত পালনের অভিষ্ঠ ও নির্দ্দিষ্ট স্থানের নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। এই আশ্রমে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে উপনয়ন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উপ অর্থে সমীপ ও নয়ন অর্থে প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ আচার্য্যের সমীপে বিদ্যা শিক্ষার্থ গমন করিবার উদ্দেশ্যে যে সংস্কার অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম উপনয়ন। শূদ্র এই আশ্রমের অধিকারী না হওয়ায় উপনয়ন মাত্র শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু যোগ্য হইলে বেদপাঠে অধিকারী হইয়া থাকে যেমন পূর্ব্বে (শূদ্র) ঐতরেয় (স্ত্রী) লোপমুদ্রা আদি এমন কি বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি পর্য্যন্ত হইয়া ছিলেন।

প্রসিদ্ধ বিদ্বান শায়ন মহীধর রাবণ উব্বট আদির বেদভাষ্য পাঠে জানাযায় যে, বেদে অনেক প্রকারের প্রলাপ ও কুৎসিৎ বিষয় আছে যাহা জ্ঞান ও নীতি বিরুদ্ধ এবং বায়ু অগ্নি, সূর্য্যাদির স্তুতি ও প্রার্থনা জঙ্গলীর সদৃশ দেখা যায়। বেদ যদি ঈশ্বর কৃতই হইবে তবে ইহাতে এরূপ কুৎসিৎ ও মূর্খের প্রলাপ থাকিত না।

শায়ন আদি সাময়িক বিদ্বানগণ বেদের অনর্থ করিয়া জগতের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। বুদ্ধ, বৃহস্পতি আদির মত অসামান্য ও প্রতিভাশালা ব্যক্তিগণও উক্ত বেদভাষ্য দেখিয়া বেদে বীতশ্রদ্ধ্য হইয়া নিজেদের নাস্তিক মত প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, নিঘণ্টু নিরুক্ত পাণিণী, মহাভাষ্য পূর্ব্ব মিমাংসা আদি ঋষি কৃত গ্রন্থ যাহা বেদের যথার্থ অর্থ প্রকাশিত ও নিভ্রান্ত অর্থ জানিবার প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা পাঠে শায়ণ আদি সাময়িক পণ্ডিত-গণের ভাষ্য কোনও বুদ্ধিমানই গ্রাহ্য করিতে পারেন না। মহর্ষি কণাদের বেদ সম্বন্ধে এই একটী মাত্র সূত্র উদ্ধৃত করিলেই প্রলাপ ও নীতি বিগর্হিত কথা বেদে থাকিতে পারে কিনা তাহা সম্যক বুঝা যাইবে।

বুদ্ধি পূর্ব্বা বাকৃকৃতির্বেদে ৬।১।১ ॥

বেদে যে সকল বাকৃকৃতি (অর্থাৎ শব্দার্থের সম্বন্ধ) আছে তাহার সকল গুলিই বুদ্ধিপূর্ব্বক নির্ণিত। যাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক সন্নিবিষ্ট তাহা কখনও প্রলাপ ও নীতি দুষ্ট হইতে পারে না। সত্য বিদ্যার অন্য এক নাম বেদ। এমন কি ম্যাক্সমূলার তাঁহার ফিজিক্যাল রিলিজন নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন বেদের অর্থ বিদ্যা। মহর্ষি দয়ানন্দ কৃত "বেদ ভাষ্য ভূমিকা" পাঠে সম্যক জানা যাইবে যে বেদ সত্য বিদ্যার আকর এবং ইহাতে কোন প্রকারের ভূল বা প্রমাদ থাকিতে পারে না। সকল আর্য্য সন্তা-নেরই এই পুস্তক পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

অনেকে বলেন বেদ যদি সৃষ্টির প্রথমেই হইবে তবে বেদে মানুষ, ও নদী প্রভৃতির নাম কোথা হইতে আসিল।

মহীধর রাবণ শায়ণ ও ম্যাক্সমূলারাদির বেদ ভাষ্য দেখিয়া বেদে মনুষ্য আদির নাম ও ইতিহাস আছে এই মিথ্যা জ্ঞান লোকের মনে বদ্ধ হইয়াছে। বেদে কোনও বিশেষ ব্যক্তি স্থান বা নদীর নাম নাই এবং থাকিতে পারে না। কারণ বেদে যে সকল বাক্য আছে তৎসমস্তই (যৌগিক) ধাত্বার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা না জানিয়া বা অগ্রাহ্য করিয়া বেদের মহা অনর্থ করিয়াছে। মহাভাষ্য, নিরুক্ত, নিঘণ্টু সংগ্রহকার আদি সকল ঋষিই বৈদিক শব্দ যৌগিক (ধাত্বার্থে ব্যবহৃত) বলিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ বৈদিক শব্দের রূঢ়ি অর্থ করেন তবে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। ম্যাক্সমূলার বেদের কতকাংশে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে বৈদিক শব্দ যৌগিক *।

---

* But there is a charm in these primitive strains discoverable in no other class of poetry. Every word retains something of its radical meaning; every epithet tells; every thought inspite of the most intricate and abrupt expressions is, if we once disentangle it, true correct and complete.

History of ancient Sanskrit literature. Page 553)

*Names...are to be found in the Vedas, as it were, in a still fluid state. They never appear as a appellatives, nor yet as proper names, they are organic, not yet broken or smoothed down. (bid Page 755)

আকৃতিস্তক্রিয়ার্থত্বাৎ। মীঃ ১।৩।৩৩॥

শব্দের অর্থ জাতি অর্থে হইয়া থাকে ব্যক্তি বিশেষ অর্থে নহে। ব্যক্তি অসংখ্য ও ভিন্ন ভিন্ন এই জন্য শব্দ জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় ব্যক্তি অর্থে নহে। লাহোরের বিখ্যাত পণ্ডিত গুরু দত্তের "টারমিনলজি অফ দি বেদ" নামক প্রবন্ধে ইহার বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অনেকে আবার বলেন যদি বেদ ঈশ্বর কৃত হইবে তবে বেদ মন্ত্রের উপর ঋষি ও দেবতাদিগের নাম কেন লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে উক্ত উক্ত মন্ত্র উক্ত উক্ত ঋষিদিগের দ্বারা রচিত ও উক্ত উক্ত বহু দেবতার আরাধনা ও প্রার্থনা লিখিত আছে।

আখ্যা প্রবচনাৎ। বৈঃ ১।১।৩০॥

(আখ্যা) বেদে ঋষিদিগের নাম (প্রবচনাৎ) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অর্থে আসিয়াছে। অর্থাৎ যে মহর্ষি যে বেদ মন্ত্রের বহুদিন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছেন সেই বেদ মন্ত্র সেই মহর্ষির নাম স্মরণার্থ উক্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। রচনা অর্থে নহে।

ঋষয়ো মন্ত্র দৃষ্টয়ঃ মন্ত্রান সম্প্রাদদুঃ। নিরু ১।২০॥

যে যে ঋষির প্রথমে যে যে মন্ত্রার্থের দর্শন হইয়াছে পূর্ব্বে কেহ উক্ত মন্ত্রার্থ প্রকাশ করেন নাই, এবং

কাহাকেও বিশেষ ভাবে অধ্যাপন করেন নাই বলিয়া তত্তৎ মন্ত্রের সহিত তত্তৎ ঋষির নাম স্মরণার্থ লিখিত হইয়া আসিতেছে রচনা অর্থে নহে। আর যে মন্ত্রের উপর যে দেবতার নাম লেখা থাকে, মন্ত্রে সেই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে —যে মন্ত্রে যে বিষয় সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে সেই মন্ত্রের তাহাই দেবতা। এস্থলে দেবতা অর্থে অন্য কিছু বুঝিলে ভূল হইবে। মন্ত্রের অতিশয় গভীর ভাব। সূক্ষ্ম-দর্শী বিদ্বান ভিন্ন ইহার অর্থ ভূল করিবার বিশেষ সম্ভব। এই জন্য ঋষি মহর্ষিগণ প্রত্যেক মন্ত্রের উপর ছন্দ ও মন্ত্রের বর্ণিত বিষয় বা দেবতা লিখিয়া দিয়াছেন।

অথাতো দৈবতং তদ্যানিনামানি প্রধান্যস্তুতিনাং দেবতানাং তদ্দৈবলমিত্যাচক্ষতে সৈষা দেবতোপপরীক্ষা যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামর্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি॥ নিরুক্তঃ ৭।১॥

ইহার ভাবার্থ এই যে মন্ত্রে যে বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে বর্ণণা করা হইয়াছে, তাহাই মন্ত্রের দেবতা।

কর্ম্ম সম্পত্তির্মন্ত্রো বেদে। নিরুক্ত ১।২॥

মন্ত্রে যে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছে তাহাই সেই মন্ত্রের দেবতা, সূচী বা বিষয় বাক্য। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে বেদের আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ দেবতার এই সোজা অর্থের কথা

মনে না রাখিয়া বা না জানিয়া বেদ মন্ত্রের কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের মনে বেদে ঘৃণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। যে সকল মন্ত্রের উপরে অগ্নি মরুৎ বরুণ আদি দেবতা লেখা আছে সেইখানে সেই সকল মন্ত্রে অগ্নি আদির গুণাগুণ, যথাযথ ব্যবহার আদির সম্যকরূপে বর্ণণা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অগ্নি মরুৎ আদি কল্পিত দেবতার প্রার্থনা ও পূজাদির কথা আছে বুঝা ও বলা মূর্খতা ও অজ্ঞতা মাত্র।

পরম পিতা পরমেশ্বর দয়ালু ও ন্যায়কারী। মনুষ্যদিগের শরীর রচণার বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল পদার্থ দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধিত হইতে পারে তাহা ভগবান মনুষ্যদিগকে অজস্র দিয়া রাখিয়াছেন যেমন সূর্য্য, নানা রঙ্ ও আকার চক্ষুর জন্য, নানা রসযুক্ত ফল রসনার জন্য ইত্যাদি। সেইরূপ তাঁহারই রচিত বুদ্ধিরূপ যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি কি আমাদের কিছু দেন নাই? ইহা কখনই হইতে পারে না। কারণ তিনি দয়ালু এবং ন্যায়কারী। বিদ্যা বৃংহণানাম। চরক॥ বিদ্যা সকল বস্তুকে পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্ত করায়। এই জন্য যদি তিনি বিদ্যাদান না করিতেন তবে সকল মনুষ্যই বন্য পশুর ন্যায় হীন থাকিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার যথার্থতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির অবস্থা ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রমাণে দ্বারা দেখান হইয়াছে। ন্যায়কারী ও দয়ালু ভগবানের এরূপ কখন অভিপ্রায় হইতে পারেনা।

আরও ঈশ্বর পূর্ণ বিদ্বান অর্থাৎ অনন্ত বিদ্যা তাঁহাতে আছে সে বিদ্যার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে অনেকেই বলিবেন পৃথিব্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত পদার্থ রচনা করা। বিদ্যা দ্বারা স্বার্থ ও পরার্থ দুয়েরই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি পরমেশ্বর বেদ বিদ্যার দ্বারা আমাদের বিদ্যা শিক্ষা না দিতেন তবে বিদ্যাদান দ্বারা মনুষ্যের উৎকর্ষ্য সাধন করারূপ পরোপকার গুণ ভগবানের থাকে না।

সর্ব্বেষামেবদানানাং ব্রহ্ম দানং বিশিষ্যতে। মনুঃ ৪।২৩৩॥

সংসারে যত প্রকারের দান আছে সর্ব্বাপেক্ষা বেদবিদ্যার দান অতি শ্রেষ্ট। এমন কি অতি স্বার্থপর মানুষ কোন বিদ্যায় পারদর্শী হইলে অন্য কাহাকে শিক্ষা না দিলেও তাহার নিজসন্তানের কল্যাণ ভাবিয়া অন্ততঃ তাহাদিগকেও শিক্ষা দিয়া থাকে। আর অনন্ত বিদ্যাযুক্ত পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানের কল্যাণের জন্য বিদ্যাশিক্ষা দেন নাই, ইহা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? সেই জন্য ভগবান "শাশ্বতিভ্যঃ সমাভ্যঃ" আপনার সনাতন প্রজাদিগের উপর কৃপাপূর্ব্বক বেদ বিদ্যার উপদেশ বিধান করিয়া তাঁহার অনন্ত বিদ্যার সফলতার সিদ্ধি করিয়াছেন। এবং এইরূপ চিরকাল প্রত্যেক সৃষ্টির প্রথমে করিয়া থাকেন। যেরূপ মাতা পিতা আপনার সন্তানের সর্ব্বদা কল্যাণ ইচ্ছা করেন সেইরূপ পরম পিতা পরমেশ্বর সকল মনুষ্যের

হিতার্থে বেদ বিদ্যার উপদেশ বিধান করিয়াছেন। যদি তিনি বিদ্যা শিক্ষা না দিতেন তবে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কেহ প্রাপ্ত হইত না এবং ইহা ব্যতিত মনুষ্যের কদাপি প্রকৃত আনন্দ হইতে পারে না।

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। যজুঃ।

যে অবিদ্যানুরক্ত সে অন্ধকার রূপ দুঃখ ভোগ করে। সেই জন্য সমস্ত সুখের কারণ স্বরূপ সত্যবিদ্যাযুক্ত বেদের উপদেশ তাঁহার প্রজার সুখের জন্য বিধান করিয়াছেন, না করিলে ভগবানে দয়া ও ন্যায়ের নাশ হইত। ইহা দ্বারা নিশ্চয় করিয়া জানা উচিৎ যে বেদ ঈশ্বর কৃত।

আর্য্যেরা বেদ ঈশ্বর কৃত, খৃশ্চানেরা বাইবেল ও মুসলমানেরা কোরান ঈশ্বর কৃত বলিয়া থাকেন। বেদই যে ঈশ্বর কৃত এবং বাইবেল কোরাণ মনুষ্য কৃত ইহার প্রমান কি?

বেদ শাস্ত্রে যেরূপ সমস্ত সত্য বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বীজ নিহিত আছে এবং ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের অনুকূল কথন আছে অন্য কোনও পুস্তকে সেরূপ নাই। ঈশ্বরের জ্ঞান যেরূপ ভ্রান্তি রহিত প্রথম যে পুস্তকে সেইরূপ ভ্রান্তি রহিত জ্ঞানের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা ঈশ্বর কৃত। ঈশ্বরোক্ত পুস্তক সৃষ্টির আরম্ভেই হইয়া থাকে বহুকাল পরে হইতে পারেনা। কারণ তাহা হইলে ততকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ মূর্খ ও পশুবৎ থাকিবে। ন্যায়কারী ও দয়ালু

ভগবানের এরূপ কখনও অভিপ্রায় হইতে পারে না। ইহাতে ভগবানে অনেক প্রকারের দোষ আসিয়া পড়ে। আরও বাইবেল কোরাণ বিশেষ বিশেষ দেশ-ভাষায় লিখিত। ঈশ্বরোক্ত পুস্তক কখন কোন এক দেশ ভাষায় রচিত হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে সেই দেশবাসীরই সুবিধা ও অন্য দেশবাসীদিগের বিশেষ অসুবিধা হইবে; ইহা কখন ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। এই জন্য বাইবেল কোরান আদি পুস্তক ঈশ্বর কৃত হইতে পারে না। বিদ ধাতুর অর্থ জ্ঞান সত্য ও বিচার ও বিদল্ ধাতুর অর্থ লাভ, এই ধাতুর করণ ও অধিকরণ কারকে যঙ প্রত্যয় করিলে বেদ শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাহা পাঠ করিলে মনুষ্যগণ বিদ্বান হইতে সমর্থ হয়েন, যাহা পাঠে লোকে সমস্ত সত্য বিদ্যার জ্ঞাতা হয়েন, যাহা দ্বারা মানুষ সত্যাসত্যের বিচারে সমর্থ হয়েন, এবং যাহা হইতে মনুষ্যগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন তাহাকে বেদ বলে। এই জন্যই ঋগ আদি সংহিতার বেদ নাম হইয়াছে। বেদ সকল সময়ে সকল মনুষ্যের একরূপ মাননীয়, কারণ ইহাতে কোনও মনুষ্যের ইতিহাস নাই, কিন্তু যে যে শব্দের দ্বারা বিশেষ বিদ্যার বোধ হয় তত্তৎ শব্দেরই প্রয়োগ আছে। বাইবেল কোরাণ তদ্রূপ নহে।

বেদ যেরূপ প্রত্যক্ষ্যাদি প্রমান বিষয়ে অবিরুদ্ধ অন্য কোনও পুস্তক তদ্রূপ নহে। এই জন্য কেবল মাত্র বেদই ঈশ্বরোক্ত, অন্য কোনও পুস্তক নহে ও হইতে পারে না।

জগতে দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে এক কার্য্য ধর্ম্মানুমোদিত ও সেই কার্য্যই আবার অনেকে অধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। বড় বড় বিদ্বানদিগের এইরূপ একই বিষয়ে কত মতদ্বৈধ দেখা যায়, পাপপুণ্যই যখন এখনও স্থির হইল না, তখন মানুষ তাহার জন্য দায়ী কেন হইবে?

কোন বিষয়ের আদি কারণ না জানিলে তাহা যথাযথ জ্ঞাত হওয়া যায় না। এই জন্য সকল বিষয়েরই আদি জানিতে চেষ্টা করা উচিৎ। বিশেষ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত এই কারণ বিশেষ করিয়া ইহার আদি কারণ জানিতে চেষ্টা করিতে হইবে, অন্যথা এরূপ সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের কখন সম্যক মীমাংসা হইতে পারে না। যদি আজ আমাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম থাকিত ও ঋষি প্রণীত গ্রন্থ সকল লোকে পাঠ করিত তবে ধর্ম্ম লইয়া এরূপ বিরোধ ও ধর্ম্মের নামে এরূপ সাহসীক ব্যভিচার কখনই হইত না ও হইতে পারিত না। 'ইতরাথান্ধ পরম্পরা'। সাং। ।॥ সত্যধর্ম্মোপদেষ্টা না থাকিলে অন্ধপরম্পরা চলিয়া থাকে।

আজকাল প্রায় একসহস্র ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। ধর্ম্ম মত সাধারণ ভাবে ধরিলে সকল সম্প্রদায়ই একই মত পোষণ করেন, যথা মিথ্যাবলা অধর্ম্ম ও সত্যভাষণ ধর্ম্ম, চুরি করা পাপ এবং হিংসা অধর্ম্ম ইত্যাদি। তবে এত সম্প্রদায় সৃষ্টি হইবার কারণ কি? এ বিষয় লইয়া ভাল করিয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারাযায় যে সম্প্রদায় সৃষ্টির কারণ

ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিকর্তার অজ্ঞানতা ও স্বার্থপরতা বা শাস্ত্রের যথার্থ অর্থবোধে অযোগ্যতা অথবা শাস্ত্রজ্ঞ গুরু ও শাস্ত্রের অভাবে ধীঃ ও অতিশয় নীতি-পরায়ণতা তৎকালীন জঘন্ন আচার ও ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মানুষ্ঠান দর্শনে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগায় সমাজের ও জগতের উপকার বোধে কতকগুলি সাধারণ নীতি ও সুদূর অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করিয়া তৎকালীন কূট যুক্তিদ্বারা তাহা ধর্ম্মসিদ্ধ করিয়া বেদাজ্ঞ জনসমাজে প্রচার করায় এবং লোকে তাহা ধর্ম্ম মনে করিয়া তাঁহাদিগের মতাবলম্বি হওয়ায় এবং তাহা প্রচার ও কার্য্যে পরিণত করা নিজ নিজ দলের সমান দায় মনে করিয়া প্রচলিত ভ্রস্ট সমাজ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় সমদায় বা সম্প্রদায় গঠনের ও নামের কারণ বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে।

আজকালকার 'সভ্য জগতে' সম্প্রদায়ী ধর্ম্মের অনেক তর্কবিতর্কের পর এখন অনেকটা নিজে নিজে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়ের অপ্রিয় আলোচনা করা উচিৎ নহে। এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার বিশেষ কারণ আছে, সম্প্রদায় বিশেষের উদারতা ইহার কারণ বলিয়া বোধ হয় না, যখন বিচারে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সত্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইলেন তখন এই শেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আরও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ভিতর এরূপ ঈঙ্গিতও পাওয়া যায় যে যখন সকল সম্প্রদায়েরই প্রায় একই অবস্থা তখন তর্কবিতর্ক করিয়া শত্রুতা না বৰ্দ্ধিত করিয়া নিজ

নিজ ধর্ম্ম প্রচার করাই ভাল। এই সমস্ত সম্প্রদায় বিশেষের অপ্রিয় কথা বলায় কেহ যেন না মনে করেন যে ইহা দ্বারা সম্প্রদায়ী ধর্ম্মের গ্লানি বা নিন্দা করা হইতেছে, নিন্দা ত তাহাকেই বলে সত্য চাপিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করা যাহাতে যে বস্তু ঠিক যাহা তাহা না বুঝায়।

ধর্ম্ম এক ভিন্ন অনেক হইতে পারে না, কারণ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালনই ধর্ম্ম। 'যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ সধর্ম্ম॥' বৈঃ। যাহা দ্বারা অভ্যুদয় অর্থাৎ ইহজন্মে ও জন্মান্তরে অভিষ্ট কার্য্যের উদয় হয় তথা নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি পূর্ব্বক পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, তাহারই সাধনের নাম ধর্ম্ম। ইহাই যদি ধর্ম্মের যথার্থ সংজ্ঞা হয় তবে ধর্ম্ম কেমন করিয়া অনেক হইতে পারে! যদি এক ভিন্ন অনেক হয় তবে এক অপরের বিরুদ্ধ হইবে, যদি বিরুদ্ধ হয় তবে এক ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম হইতে পারে না, যদি হয় তবে ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইবে। আর যদি বলা যায় ধর্ম্ম অনেক হইয়াও অবিরুদ্ধ তবে অনেক হওয়া ব্যর্থ এবং প্রকৃতপক্ষে অবিরুদ্ধ নহে। যদি অবিরুদ্ধ হইত তাহা হইলে অনেক হইত না ও হইতে পারিত না। বৈদিক ধর্ম্মের সহিত কোনও সম্প্রদায়ী ধর্ম্মের বিরোধ নাই ও হইতে পারে না কারণ সত্যই একমাত্র অবিরোধের স্থান। মহর্ষি দয়ানন্দ বলিয়াছেন 'যে সকল বিষয়ে এই সহস্র মতের ঐক্যমত আছে তাহাই বেদগ্রাহ্য

এবং যাহাতে সম্প্রদায়বিশেষের বিরোধ আছে তাহাই কল্পিত মিথ্যা অধর্ম্ম এবং অগ্রাহ্য।'

যে সকল জীব মনের দ্বারা বিচার করিয়া কার্য্য করে তাহাদিগের নাম মানুষ আর যাহারা বিচারে অক্ষম তাহাদিগকে পশু বলে। এই জন্য মানুষের কর্ম্ম আছে পশুর নাই, এই জন্য মনুষ্য জন্মের কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় পশু জন্মের "কর্ম্মের" ফল ভোগ নাই। পশুর কেবল মাত্র ভোগযোনি মানুষের কর্ম্ম ও ভোগযোনি। মানুষ মনরূপ যন্ত্রের দ্বারা বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হইয়া থাকে কারণ সকল ইন্দ্রিয়ের সারথী মন, মন যেরূপ ইন্দ্রিয়গণকে চালাইবে সেইরূপই ইন্দ্রিয়গণ চলিবে। তাহা হইলে মনের সকল বৃত্তিগুলিকে এরূপ ভাবে স্ফুট করিতে হইবে যাহাতে মন সকল ইন্দ্রিয়গণকে যথাযথ চালাইতে সক্ষম হয়, এবং ইহার সাধনই ধর্ম্ম। ঋষি-মহর্ষিগণ বেদ দ্বারা ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মের লক্ষণ স্থির করিয়াছেন। দশ ইন্দ্রিয়কে চালাইবার জন্য মনের বৃত্তি দশটি এবং ধর্ম্মের লক্ষণও দশটি। মনের দশটি বৃত্তি দ্বারা দশ ইন্দ্রিয়কে যথাযোগ্য কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া অভিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলেই পূর্ণ ধার্ম্মিক হইয়া অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগ যাহা আর্য্য সন্তান মাত্রেই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ শুনিয়া থাকেন তাহা এই মনের সকল বৃত্তিগুলির চঞ্চলতা দূর করিয়া সকল ইন্দ্রিয়গণকে, যথাযোগ্য ব্যবহার

দ্বারা, নিজ বশে রাখিবার শক্তি প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়। এই জন্য যোগাভ্যাস দ্বারা শরীরের বীর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্থৈর্য্য, বল, পরাক্রম ও জিতেন্দ্রিয়তার অধিকারী হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত দিব্যগুণের অধিকারী হওয়া যায়।

ধৃতি (সুখ দুঃখ হানি লাভাদিতে ধৈর্য্য পরিত্যাগ না করা) অধৃতি (মন্দ কর্ম্মে ধৃতিশালী না হওয়া) হ্রীঃ (শুভ ও সত্যাচরণ না করার জন্য মনে লজ্জার উদ্রেক) কামঃ (মন্দ ও উত্তম কার্য্য গ্রহণ ও ত্যাগের বিচার) শ্রদ্ধা (ঈশ্বরাদিতে নিশ্চয়তার সহিত বিশ্বাস থাকা) অশ্রদ্ধা (ঈশ্বরে অবিশ্বাসরূপ মন্দ কার্য্যে বিশ্বাস না থাকা) ধীঃ (শ্রেষ্ঠগুণ বিষয়ে ধারণাবতী বৃত্তি) সংকল্প (যথার্থ সুখ ও বিদ্যাদি শুভগুণ সকল প্রাপ্তির জন্য পুরুষাকারের ইচ্ছা) বিচিকিৎসা (কার্য্য করিবার পূর্ব্বে নিশ্চয় হইবার জন্য শঙ্কা ও সন্দেহ) ভীঃ (পাপাচরণ হইতে সর্ব্বদা ভীত থাকা) এই দশটি মননশালী বস্তুর নাম মন।

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্॥ মনুঃ

ধৃতি (সর্ব্বদা ধৈর্য্য প্রকাশ) ক্ষমা (নিন্দা স্তুতি মানাপমান হানি ও লাভাদিতে সুখ ও দুঃখ সহিষ্ণুতা) দম (মনকে সর্ব্বদা ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা ও অধর্ম্ম হইতে নিবারণ করা অর্থাৎ অধর্ম্মের ইচ্ছাও হইতে না দেওয়া) অস্তেয় (চৌর্য্যত্যাগ অর্থাৎ অনুমতি ব্যতিরেকে ছল কপটতা বিশ্বাসঘাতকতা অথবা

অন্য কোনও ব্যবহার দ্বারা কিম্বা বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দ্বারা পর পদার্থ গ্রহণ না করা) শৌচ (রাগ দ্বেষ ও পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া আন্তরিক এবং জল মৃত্তিকাদি মার্জ্জনা দ্বারা বাহ্যিক পবিত্রতা সাধন করা) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবারণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত করা) ধীঃ (মাদক দ্রব্য, বুদ্ধিনাশক অন্য পদার্থ, দুষ্টের সংসর্গ এবং আলস্য ও প্রমাদাদি ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ পদার্থের সেবন সাধুপুরুষের সংসর্গ এবং যোগাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির বৃদ্ধি সম্পাদন) বিদ্যা (পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান, উহাদিগের হইতে যথাযোগ্য উপকার গ্রহণ করা এবং সত্যভাবে অর্থাৎ আত্মায় যেরূপ মনে সেইরূপ, মনে যেরূপ বাক্যে সেইরূপ এবং বাক্যে যেরূপ কার্য্যেও সেইরূপ ব্যবহার করাকে বিদ্যা কহে) সত্য (যে পদার্থ যেরূপ তদ্রূপ বুঝা তদ্রূপ বলা এবং তদ্রূপ কার্য্য করাই সত্য) অক্রোধ (ক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি আদি গুণ গ্রহণ করা)। এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ এবং এই দশটি মনের উপরোক্ত দশ বৃত্তির পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়।

অগ্রেই বলা হইয়াছে মনের বৃত্তির যথাযোগ্য পরিস্ফুট ও তাহা কার্য্যে নিয়োজিত করাই ধর্ম্মের সাধন। জগতে যত মানুষ আছে সকলের মন একই উপাদানে ও একই সৃষ্টি-কর্ত্তার দ্বারা গঠিত, তবে ধর্ম্ম কেমন করিয়া আমাদের এক, মুসলমানের আর এক, খৃশ্চানের অপর এক ও জৈনের

অন্য এক হইবে? সকল সম্প্রদায়ী ধর্ম্ম পুস্তকে মিরাকল (Miracle) বা "লীলা" অর্থাৎ সৃষ্টি ক্রমের বিরুদ্ধ কাযেই বিচার বিরুদ্ধ কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা না থাকিলে যেন ধর্ম্ম পুস্তকই হইতে পারে না, ভগবানের অস্বাভাবিক যেন কিছু করা চাহিই চাহি, তাহা না হইলে যেন ভগবানই হইতে পারে না। সম্প্রদায়ীগণ একবারও বিচার করিয়া দেখেন না যে সৃষ্টিক্রম বা স্বাভাবিক নিয়ম ভগবানেরই নিয়ম এবং সর্ব্বজ্ঞ ভগবান অল্পজ্ঞ মানুষের মত তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতে পারেন না যেমন ভগবান সর্ব্ব-শক্তিমান হইলেও অন্যায় করিবার শক্তি তাঁহাতে নাই কারণ তিনি ন্যায়কারী। এইরূপ সকল সম্প্রদায়ী ধর্ম্মপুস্তকই বিচার বিরুদ্ধ দোষে দুষ্ট এবং যে পুস্তকে বিচার বিরুদ্ধ কথা আছে তাহা কখন ধর্ম্মপুস্তক হইতে পারে না, কারণ যাহা দ্বারা মনের বৃত্তিসকল পুষ্ট করিতে হইবে তাহা যদি বিচার বিরুদ্ধ হয় তবে মনের বৃত্তি স্ফুট না হইয়া বদ্ধ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, এবং ইহা ধর্ম্মের একান্ত বিরোধী, এই জন্য সম্প্রদায়ী মনুষ্য কৃত পুস্তক ধর্ম্ম পুস্তক হইতে পারে না।

বুদ্ধি পূর্ব্বা বাককৃতির্বেদে।

ইহা বৈশেষিক দর্শনের সূত্র এবং সকল বেদজ্ঞ আচার্য্যের মত। বেদে যে সমস্ত বাক্‌কৃতি আছে তাহা সমস্তই বুদ্ধি পূর্ব্বক নির্ণীত অর্থাৎ বেদে এমন কোনও কথা নাই

যাহা বিচার বিরুদ্ধ কার্যেই মনের বৃত্তির পরিপুষ্টকারক, অতএব ইহা মনুষ্য মাত্রেরই গ্রহণীয়।

বিরূপাস ইদৃষয়স্তে ইদ্গভীর বেপসঃ।
তে অঙ্গিরসঃ সূনবস্তে অগ্নে পরিজজ্ঞিঁরে॥

(ঋষয়ঃ) বেদমন্ত্র (বিরূপাস) বিলক্ষণ ও সম্যক শব্দার্থ যুক্ত (ইৎ, তে) এবং ইহা (ইৎ) নিশ্চয় করিয়া পূর্ণ জ্ঞান-প্রদ বলিয়া (গভীর বেপসঃ) গভীর কর্ম্ম প্রবর্ত্তক (তে) ইহা (অঙ্গিরসঃ) মেধাবী পরমাত্মার (সূনবঃ) পুত্র (তে) কারণ ইহা (অগ্নেঃ) জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা হইতে (পরিজ জ্ঞিঁরে) উৎপন্ন বা প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্য মহর্ষি মনু জগতের সম্মুখে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেনঃ—

সর্ব্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বানস্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ ॥২।৮॥

সকল ধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞান চক্ষু দ্বারা বেদানুকূল দেখিয়া বিদ্বানগণ ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইবেন এবং বেদবিরুদ্ধ হইলে তাহা অধর্ম্ম জানিয়া পরিত্যাগ করিবেন। বেদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিচার পূর্ব্বক ধর্ম্ম কার্য্য করিতে হইবে। সাময়িক এবং সম্প্রদায়ী বিদ্বানদিগের ভিতর মতদ্বৈধ হইলেও বেদ দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা হইলে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

বেদ যদি ভগবান দত্ত না হইত এবং বেদে যদি বিধি নিষেধ না থাকিত তবে 'মানুষ পাপপুণ্যের দায়ী কেন হইবে' এরূপ আপত্তি করা যুক্তিসঙ্গত হইত, কিন্তু বেদে পাপপুণ্যের কথা স্পষ্ট লেখা আছে এবং বিধি নিষেধ আজ্ঞা আছে। "নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্য্যস্যোদিতোবিধিঃ।" মনুঃ ২।১৬॥ গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মের বেদে বিধান আছে।

বিভর্ত্তিসর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রংসনাতনম্।
তস্মাদেতৎপরংমন্যে যজ্জন্তোরস্যসাধনম্॥ মনুঃ ১২।৯৯॥

সনাতন বেদশাস্ত্র সর্ব্বদা সম্পূর্ণ জীবকে ধারণ ও পোষণ করিতেছে। জীবের জন্য বেদ সাধনকে আমি (মনু) পরম বলিয়া মানিয়া থাকি। এই জন্য বেদপ্রাপ্ত মানুষ পাপপুণ্যের ভাগী হয় নচেৎ পাপপুণ্যের ভাগী হইলে ভগবানে দোষ আসিত, যেমন রাজ্যের সুব্যবস্থার জন্য, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, প্রজাকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং রাজার আজ্ঞা যদি না থাকে তবে অন্যায় হইলেও শাস্তি রাজা দিতে পারেন না, দিলে নিন্দনীয় হন। ভগবান আমাদের কর্ম্মের ফল কেমন করিয়া দিবেন, যতক্ষণ না তিনি তাঁহার আজ্ঞা প্রচার করিবেন যে উক্ত উক্ত কর্ম্ম বিধেয় এবং উক্ত উক্ত কর্ম্ম নিষিদ্ধ। মনুষ্যের কর্ম্ম ও ভোগ যোনি। ইহারা কর্ম্ম করিতে স্বাধীন কিন্তু ফল ভোগ করিতে ঈশ্বরাধীন। এই

জন্য ভগবান মানুষকে বেদ না দিলে পাপপুণ্যের ভাগী মানুষ হইত না এবং হইতে পারে না। পাপপুণ্যের ভাগী না হইলে মানুষের কর্ম্মও থাকিত না, কর্ম্ম না থাকিলে ভোগ হইতে পারে না। কর্ম্ম ও ভোগের অভাব হইলে মানুষ জড়বৎ নিষ্ক্রিয় থাকিবে ও দেহ ধারণেরও আবশ্যক থাকিবে না, কাযেই কর্ম্মক্ষেত্র ও ভোগ্য পৃথিবীরও আবশ্যক থাকিবে না। সৃষ্টি না থাকিলে ভগবানেরও আবশ্যক হইবে না। কিন্তু মানুষের জানিবার, কর্ম্ম করিবার ও আনন্দভোগ করিবার শক্তি আছে অতএব মনুষ্য সৃষ্টির আবশ্যক আছে। মনুষ্য সৃষ্টির আবশ্যকতা এবং প্রকৃতির সত্ব রজ তম গুণ আছে বলিয়াই জগত সৃষ্টির আবশ্যক আছে। মনুষ্য ও জগৎ সৃষ্টির আবশ্যকতা এবং ভগবানের সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি অনন্ত শক্তি আছে অতএব ভগবানের আবশ্যক আছে এবং ভগবান ন্যায়কারী ও দয়ালু বলিয়া "শ্বাশ্যতিভ্যঃ সমাভ্যঃ" বেদ দ্বারা বিস্তার বোধ করাইয়া তাঁহার সনাতন প্রজার মনুষ্যপণ রক্ষা করিয়া তাঁহার অনন্ত দয়া ও ন্যায়ের সাফল্য রক্ষা করিয়াছেন। বেদ আছে বলিয়াই যজ্ঞ (কর্ম্ম) আছে এবং পাপপুণ্যের ভাগী মানুষ হইয়া থাকে এই জন্য ন্যায়কারী ভগবানে কোনও প্রকারের দোষ আসিতে পারে না।

যাঁহারা কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য স্বীকার করিয়া আজীবন বিদ্যাশিক্ষা ও দান করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা বিজ্ঞানের অদ্বিতীয় শিক্ষক যাঁহাদের বুদ্ধি ও বিদ্যার কথা পাঠে এখনও

জগৎ চমৎকৃত হইয়া থাকে, সত্য* যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, সেই জগতের অদ্বিতীয় আচার্য্য দার্শনিক পণ্ডিত আর্য্যঋষিগণ সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন বেদ ঈশ্বর কৃত। মহর্ষি গৌতম তাঁহার ন্যায় দর্শনে লিখিয়াছেন "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদ প্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রমাণ্যমাপ্ত প্রামাণ্যাৎ।২।১।৬৭। বেদ অপৌরুষেয় অতএব ইহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য; কারণ সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি আপ্ত পুরুষগণ সকলেই বেদকে স্বতঃপ্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদ তাঁহার বৈশেষিক দর্শনের প্রথমে ও শেষে বলিয়াছেন "তদ্বচনাদাম্নয়স্য প্রামণ্যম্" ।১।৩। বেদ ঈশ্বরোক্ত ইহাতে সত্য বিদ্যা ও পক্ষপাত শূন্য ধর্ম্মের প্রতিপাদন আছে; অতএব ইহাকে স্বতঃ প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কপিলাচার্য্য বলিয়াছেন "নজ শক্তাবিভক্তে স্বতঃ প্রামাণ্যম্" ।৫।৫১।। পরমেশ্বর তাঁহার স্বাভাবিক বিদ্যা শক্তি দ্বারা বেদ প্রকাশ করেন এজন্য ইহাকে স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া মনুষ্য মাত্রেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্যাস তাঁহার বেদান্ত দর্শনে বলিয়াছেন "শাস্ত্র যোণিত্বাৎ।১।১।৩। ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ ব্রহ্ম। মুণ্ডক্য উপনিষদে আছে "তস্মাদৃচঃ

---

* মোক্ষমূলার তাঁহার "India what can it teach us" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষার সত্য শব্দ যেরূপ অনুপম অন্ত কোনও ভাষার সেরূপ সার্থক ও সারগর্ভিত-শব্দ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

সাম যজুংসি” পরমেশ্বর হইতে ঋগ্ যজুঃ সাম ও অর্থর্ব্ব বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। গীতায় আছে “ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্” বেদ অক্ষর নাম পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মহর্ষি মনু বলেন—

পিতৃদেব মনুষ্যাণাং বেদ চক্ষু সনাতনম্।
অশক্যংচ প্রমেয়ংচ বেদ শাস্ত্র মিতিস্থিতি ॥

পিতৃদেব ও মনুষ্যের বেদ শাস্ত্রই সনাতন চক্ষু স্বরূপ, ইহা অপৌরুষেয় ও অপ্রমেয় ইহা স্থির নিশ্চিৎ। মহাভারতে আছে “ধর্ম্ম জিজ্ঞাসামানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ” যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের পক্ষে বেদই সর্ব্ব-প্রধান প্রমাণ কারণ ইহা নিভ্রান্ত ও ঈশ্বরোক্ত। আপ্ত-পুরুষের বাক্যই প্রমাণস্বরূপ। অতএব বেদ যে ঈশ্বরোক্ত ইহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

হায়! আমাদের মান্য আর্য্যঋষিদিগের কথা অমান্য করায় শারীরিক. মানসিক ও সামাজিক দুর্ব্বলতা আমাদের একাবারে নিৰ্জ্জীব করিয়া ফেলিয়াছে। তবে মঙ্গল, পিতৃ-পুরুষে ভক্তি আমাদের জাতিগত লক্ষণ। উপযুক্ত গুরুর অভাবেই এরূপ অন্ধ পরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে। যখন আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ আর্য্যঋষিদিগের অবলম্বিত পন্থা বুঝিব তখন ভারতের পূর্ব্ব শ্রী ফিরিবে, ভারতের মহিমা পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে।

পূর্ব্বে যেমন ভারতমাতার পদে বসিয়া পৃথিবীর তাবৎ-লোক শিক্ষালাভ করিত, সেইরূপ আবার ভারত পৃথিবীর গুরু হইবে *। বেদমত প্রচার করিয়া মহর্ষি দয়ানন্দ ইহার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, আমাদের তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেই হইবে ! ! !

নমঃ পরম ঋষিভ্যোঃ নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ ॥

যে পরম পিতা পরমেশ্বর ও ঋষিদিগের নিকট হইতে বেদ ও সত্য শাস্ত্র গ্রন্থ সকল প্রাপ্ত হইয়াছি সেই পরমাত্মা ও ঋষিদিগের দয়ার কথা স্মরণ করিয়া, বার বার তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি।

ওওম্ শম্।

*......Indian wisdom will flow back upon Europe producing a thorough change in our knowing and thinking.

SCHOPENHAUER.

"True religion once come from the east and from the east it shall come again."

The Interpreter, Edited by P. C. Mozoomder
Nov. 1883 P. 74.

বিলাতের বিখ্যাত অধ্যাপক টিণ্ডাল সাহেবের উক্তি।